



# রাজবালা নাটক ।



শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

ও প্রকাশিত ।

আপরিতোষাৎ বিদুষাৎ ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং  
বলবদপি শিক্ষিতানামান্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥  
শকুন্তলা ।

Your humble patience pray  
Gently to hear, kindly to judge our play.  
KING HENRY THE FIFTH.

কলিকাতা ।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে  
স্ট্যানহোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ।



## উপহার ।

যে প্রিয় সুহৃদগণের শুভ ইচ্ছা প্রতিপালন জন্য  
এই নাটক লিখিতে প্ররত্ত হই,  
স্নেহ সহকারে তাঁহাদিগকেই  
ইহা উপহার দিলাম ।

তমলুক,  
২৩সে বৈশাখ, ১২৭৮ ।

} শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ।



## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।



রায় দর্পনাথ । ... ... রাজকুমারীর অভিভাবক ।

সুরনাথ । ... ... রাজবালার পতি ।

সুকুমার । ... ... রায় দর্পনাথের পুত্র ।

... ... মহারাজের পোষ্য পুত্র ।

কাশীশ্বর । ... ... মহারাজের পারিষদ ও বন্ধু ।

হেমাদ্র । ... ... কাশীশ্বরের পুত্র, সুরনাথের অনুকুল

বাচস্পতি । ... ... জনৈক সভাসদ ।

শ্যাম রাখাল । ... ... ব্রাহ্মণ সম্ভান, সুরনাথের অনুগত ।

পবনবীর । ... ... প্রধান পদাতিক ।

কর্মচারী, ভৃত্য, দম্মা, প্রভৃতি ।

রাজবালা । ... ... রাজকুমারী ।

পরিমলা । ... ... হেমাদ্রের স্ত্রী ।

অভয়া । ... ... দর্পনাথের পত্নী ।

স্বর্ণলতা ... ... সখী, সৈনিক পুরুষের স্ত্রী ।

পরিচারিকা ... ...

লক্ষ্মীঠাকুরাণী ... ... বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ।

দাসী প্রভৃতি ।





# রাজবালা নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাক ।

স্থান—কাশীশ্বরের ভবন ।

( কাশীশ্বর, হেমাদ্র, বাচস্পতি, ও শ্যামের প্রবেশ । )

কাশী । মহারাজের পরলোক হয়ে এই হল ?

বাচ । হল ? ধর্মের সংসার অধর্মের আগার, মহাশয়ের অজ্ঞাত কি ? এ অনিষ্টের সূত্র কি বলতে পারেন ? নানা মুখে নানা কথা শুনি, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন—

কাশী । অনিষ্ট ? কুমারী মাতার ছুরদৃষ্ট, মহারাজের এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, যে পর্য্যন্ত রাজকুমারী পুত্র-সম্ভাবিতা থাকেন, রায় দর্পনাথ অভিভাবকের কার্য করেন, কুমারীর নিতান্ত সম্ভান না হয়, কুমার স্কুমার রাজ-পদ প্রাপ্ত হন, তৎপক্ষে রাণী মাতাকেও ক্ষমতা দিয়ে ছিলেন ।



বাচ । এখন ?

কাশী । রাজকন্যার সম্ভান না হয়, তাই মনোগত ইচ্ছা ।

শ্যাম । উড়ে এসে জুড়ে বসতে চান ?

কাশী । লোভের কার্য্যই এই ।

শ্যাম । দেখুন মহাশয়, সম্বন্ধি হলেই কি এই দোষ হতে হয় ?

কাশী । সম্বন্ধিদের অদৃষ্ট ভাল ।

শ্যাম । সত্য, সম্বন্ধির ছেলে কি হয় দেখুন না ?

কাশী । সম্বন্ধির ছেলে কি হয় ?

শ্যাম । রাজা হয় ; আপনাকে কটি উদাহরণ চাই ?

কাশী । হক্ না হক্, রায় বাহাদুরের চেফা আছে ।

বাচ । চেফা কি বলুন দেখি ?

কাশী । প্রথমতঃ, মহারাজ মৃত্যু-শয্যাগ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত জন্য যে ক্ষমতা পত্র লিখিয়া যান তাহার ভাষা কিস্কিৎ পরিবর্তন ।

বাচ । শুনি ! শুনি !

কাশী । এই প্রকার লিখা আছে “রাজবালা অপুত্রা হইলে, মহারাণী কুমার স্কুমারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।” ইহার এই পরিবর্তন হতেছে “রাজবালা সপুত্রা হইলেও—”

বাচ । তবে এক “স”য়েতেই সর্বনাশ ।

কাশী । হাঁ ।

বাচ । দ্বিতীয়তঃ ?

কাশী । রণবীর সুরনাথকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ ।

বাচ। তার কারণ কি? এত যোদ্ধাবর্গ থাকাতে, সেই তরুণ যুবকে বিপদ-হ্রদে নিক্ষেপের উদ্দেশ্য কি?

কাশী। উদ্দেশ্য? তিনিই ত ভবিষ্যৎ রাজকুলের পিতা হতে পারেন, তাঁর নাশ হলেই ত রাজবংশ নাশ হতে পারে।

শ্যাম। হায়! হায়! হায়! লোভের লোভে বলিহারি যাই।

পরদ্রব্যে এক দৃষ্টি, তৃপ্তি পরধনে,  
দুই মুখ অজগর, অকচি কি জানে?

[ কাশীর প্রস্থান।

হেম। কেবল লোভ? বিরোধ—

বিরোধ বিষম নদী, চলে এঁকে বেঁকে,  
এক কূল খায় সদা এক কূল রেখে।

কলহ-তরঙ্গ কড়ু ভাগ-বায়ু তলে  
ধাস ভেঙ্গে জলশায়ী করে দুই কূলে।

নেপথ্যে। মধ্যস্থ না হয়ে ভেবে, যেও স্রোতে শেষে।

( লক্ষ্মীঠাকুরাণীর প্রবেশ। )

হেম। এ কে? ব্রাহ্মণী? এ বেশে আগমন?

লক্ষ্মী। এই স্নান হল, দেখছনা চুল ক গাছা এখন রসাল আছে।

হেম। চূলে যত না রস, মুখে আরো। “বুড়ী রসের গুঁড়ি,” তুমি তাই আর কি?

লক্ষ্মী। মহাশয়। উচিত কথা ক্ষমা করবেন, বিবাহ হয়ে মহাশয়েরও সুরসিকতা কিছু বৃদ্ধি হয়েছে।

বিবাহের পর হল ত ভাল,  
ওল মানসিক কাষেত এল,  
একার ঘরে দুজন হল,  
বোবার মুখও চড়বড়াল,  
( বাচম্পতির প্রতি )

আন প্রজাপতি বিয়ের ফুলে  
ছুলাও, গিয়ে ডেকর গলে।

বাচ। আমি নিতান্ত অবোধ নহি, আমাকেই পরিহাস  
করতেছ ? হায় ! গৃহশূন্য হয়ে এতাদৃশ সামান্য লোকের  
হাস্যাস্পদ হতে হল, এই যে ত্রাঙ্কণীর আশ্রয়ভাব, লোকের  
অবস্থা পদ বাছে না, মনে যা উদয় হয় তাই ব্যক্ত করে,  
নিতান্ত উন্মাদিনী ভেবেছে,—

( স্বগত ) সুন্দর না হলে, মর্ত্যে সৌভাগ্য মিলে না ?

কুংসিত মনের মাত্র কুংসিত ভাবনা ?

যদিও হয়েছি হেয় সৌন্দর্য্য অভাবে,

মহত্ব করিব লাভ, বুদ্ধির প্রভাবে।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাতির অন্তঃপুর।—হোম গৃহ।

( বাচম্পতির প্রবেশ। )

বাচ। যে সূর্য্য, কাল অস্তাচলে মলিন বদনে মেঘাচ্ছন্ন  
হয়েছিলেন, অদ্য উদয়গিরিতে গৌরবান্বিত দেখিতেছি,

বোধ হয় যে কার্য্য আরম্ভে হতাশ হয়েছিলাম, তাহা সফল হইলেও হইতে পারে । অহোরাত্র মধ্যে ত আঁখির পলকে পলক পর্শ করে নাই, কার্য্যের উৎসাহে নিজাও ত নয়ন নিকটে আসে নাই । প্রথম দুই প্রহর হোমে, দ্বিতীয় দুই প্রহর কঠোর অঙ্কপাতে জ্যোতিষের নিগূঢ় ফল উদ্ধারে মগ্ন ছিলাম । কি ফল ? কেহ জানে রণবীর সুরনাথের যুদ্ধ গৌরব, কিন্তু মনের কথা মনই জানে ।

( সুকুমার সঙ্গে লইয়া অভয়ার প্রবেশ । )

অভয়া । ( বোড়হস্তে ) গণনার ফল কি পেলেন মহাশয় ?

বাচ । ( সুকুমারের হস্ত ধরিয়া ) ক্রমে নিবেদন করি । আপাদ মস্তক অবলোকন করেছি, এ রাজীবলোচনের সুপ্রভা, উজ্জ্বল গজদন্ত, নির্মল জ্যোতির্ময় কপাল, অঙ্গ সৌষ্ঠব, হস্ত চরণের পদ্মরাগ, অঙ্গুলিঅঞ্চে চক্ররেখা, উর্দ্ধ-রেখা, বশঃ-পুচ্ছ, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তিল চিহ্ন, চরণে স্পষ্ট চক্র-বর্তী চিহ্ন, সকলই ত সুলক্ষণ, কেবল রাজ লগ্নে কিঞ্চিৎ রিক্ট ।

অভয়া । রিক্ট কি ?

বাচ । লগ্নে চন্দ্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি নাই, তার ভঙ্গস্থচক কার্য্যও সমাধা হয়েছে, এমন স্নলগ্ন স্থির ত দেখি না । ( নিম্ন-স্বরে ) ওদিকে যাত্রার লগ্নও স্থির হয়েছে । এদিকে যেমন সু—ওদিকে তেমনি—বরং দেখুন কুমার বাহাদুর, এই অঙ্কগৃহে কোনস্থানে আপন অঙ্গুরীয় ক্লেপণ করুন ( সুকুমার অঙ্গুরীয় ক্লেপণ করায় ) অতীব ভাল, এ বীর-হনুমানের ঘর, ভাল, ভাল ।

( পরিচারিকার প্রবেশ । )

পরি । বাবা, ভাল মন্দ তোমার হস্তে, তুমিই আমাদের  
হনুমান ! হনুমান কি করবে ? তোমার যোগবলেই সুরনাথ  
রণজিত হবেন, তিনি বিদায় হতে আসছেন ।

( যুদ্ধসজ্জায় সুরনাথের প্রবেশ । )

সুর । আশীর্বাদ করুন ।

বাচ । ( স্বগত )

বাক্-চাতুরী ঘোর, দুই অর্থশালী, হও  
সহায় আমার, দিয়ে গরল গঠিত  
জিহ্বে সুধার প্রলেপ, মিষ্ট মিষ্ট বাক্য  
গাথি কপটতা-হৃতে, উচ্চারিত হক  
আশীর্বাদ ; কবে বা অক্ষম ভাষা, লুকাইতে  
মনোগত ভাব ? ( প্রকাশে )

শত পুষ্প মাঝে শোভে শতদল দল,  
শত তারা মাঝে যেন চন্দ্রমা কোমল,  
শত দেব মাঝে যেন ইন্দ্রদেব শোভে,  
তুমি ! রণভূমে যোদ্ধৃবর্গ মৃত্যু মাঝে ।

[ সুরনাথের প্রস্থান ।

বাচ । অক্লৃগৃহে যে হীরক অঙ্গুরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে  
তাহা গণকের প্রাপ্তি, এরূপ মনে না হয় যে উহাতে কাহারও  
লোভ আছে, তবে কি জানি যাদের হিতার্থী তাদের অম-  
ঙ্গল না হয়, শাস্ত্রানুযায়ী ওটি গণকের দক্ষিণা । তা এ গণনা  
বৃথা হলে শাস্ত্রই বৃথা ।

অভয়া । অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন, যার প্রসাদে রাজ্যলাভ সম্ভাবনা, তার ঋণ কি পরিশোধ হতে পারে ?

[ বাচস্পতির প্রস্থান ।

( দর্পনাথের প্রবেশ । )

অভয়া । সুরনাথের যাত্রা স্থির হল, এক্ষণে কুমারের রাজত্বীকার দেরি কি ? সুরকুমার রত্ন-গর্ভের পরিচয় নয় ? অধ্যাপক বলিতেছিলেন যে রাজত্ব লাভ জন্যই কুমারের জন্ম গ্রহণ হয়েছে ।

দর্প । আমি নিশ্চিত নহি, মহৎ কার্যে প্রায় বিলম্বই হয়ে থাকে, মহম্মদ বাদের বীরসা পাঠান বিজোহী হয়েছে, দিল্লীস্থর সেনাপতি সমুহকে সমবেত হইতে ঘোষণা দিয়াছেন, এক্ষণে রণবীর সুরনাথের যুদ্ধে গমন হইলেই বোধ হয় সব আশা সম্পূর্ণ হয় ।

অভয়া । সুরনাথ রণে বিশেষ নিপুণ, যদি জয়ী হন, যদি, আবার গৃহে আসেন ?

দর্প । যদি এ দাক্ষিণ্য রণ হতে ফিরে আসেন তবে বোধ হয় ভবিষ্যৎ রাজবংশের পিতা হবেন, রাজকুমারীও পুত্র-সম্ভাবিতা, তার সম্ভানইত প্রকৃত রাজ্যাধিকারী, কিন্তু সুরনাথের যাত্রার সময় আগত প্রায় ।

[ প্রস্থান ।

অভয়া । তবে আমার গর্ভের সম্ভান রাজা হবে না ? নামে মাত্র রাজকুমার, শত্রু পক্ষের হাস্যাস্পদ—

দুটি জড়ি আছেত বাসকে বছদিন,  
 সেইত বেদিনী বৃদ্ধা দিয়াছিল মোরে,  
 একটি সেবনে বন্ধ্যা হয় পুজবতী,  
 বালি-ভূমি পালি সারে উর্করা হইলে  
 শোভে যেন নব দুর্বাদল ফলে ফুলে।  
 একটি সেবনে হয় চির বন্ধ্যা নারী,  
 উর্করা উদর, যেন প্রসূর পতিত  
 দাহিত ফলের বীজ, বিরুতি প্রকৃতি,  
 শুষ্ককাস্তি, জ্যোতিহীন আঁখি, লোল ত্বক,  
 ক্ষীত গর্ভ বৃথা—সকলের হাস্যাম্পদ।  
 দিব আমি প্রকারান্তে এই জড়ি রাজে  
 পুজহীন। হয়ে যাহে মরিবে সরমে।  
 সে যে হয় জানে মোরে সবে তুচ্ছ করে,  
 স্বীয় বিদ্যা, স্বীয় জ্ঞানে সতত গর্বিত,  
 সেওত আমার মনে সতত ঘৃণিত :—  
 এক আধিপত্য পথে বিষম কণ্টক।

( রাজবালার ও পরিচারিকার প্রবেশ। )

এস এস মা, নির্মল মুখ যেন বিধির চখে বিষ।

রাজ। মাকে ত মনে নাই, মা যে কি খন এ জন্মে জান-  
 লাম না, এমন যে আদরের বাপ ছিলেন তিনিও এ অভা-  
 গীকে অকালে ত্যাগ করে গেলেন।

পরি। কত যত্ন করলেন, লোকে পুত্রের জন্যে তেমন  
 করে ?

রাজ। তা আমার কপালে সকল স্নেহ মিথ্যা হল, আমার ভাবী সুখের কথাগুলি বলতে বলতে আর মুখে হাসি ধরত না।

পরি। দেবতার সে এক গঠন ছিল, তেমন হাসি আর দেখলাম না।

রাজ। সে সব হাসির দিন একবারে শেষ হল, সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন (অভয়ার প্রতি) কেবল তোমাদের বড়ে এ অনাধিনী জীবিত ছিল।

অভয়া। কুমারি! স্থির হও, কেন আপনি কাঁদ আমায় কাঁদাও, তোমার অদৃষ্টে পিতা মাতার স্নেহ ভোগই নাই কিন্তু মা, স্ত্রীলোকের স্বামীই অর্থ, তুমি কোন্ বিষয়ে দুঃখী?

পরি। গৃহ, পুষ্করিণী, দীঘি, জাদাল, ভূমি, বিষয়, রাজ্য, কিসের অভাব আছে?

অভয়া। তার পর তেমনি বর স্থির করে গেছিলেন বলে সেইরূপ স্বামী হয়েছেন।

পরি। আহা! যেন লক্ষ্মীর নারায়ণ!

অভয়া। বলে, কুলে, মানে, শীলে, যেমন হতে হয়, তার উপর দেবতা তেমনি রূপও দিয়েছেন, গুণেও ত সব কুল আলো করেছে, যুবা বয়সে বিদ্যার খ্যাতি, রণবীরত্বের যশ!

পরি। হোক। যেন চিরকাল এমন স্বামীর মুখের পান হয়ে থাকেন।

অভয়া। আশীর্বাদ করি, যেন ত্বরায় রণজয়ী হয়ে তোমায় সুখের রাজেশ্বরী করেন।



পরি । যেন অন্নপূর্ণা করেন, দেবীর কোলে সন্তান দেখি, তা দেখব মা ।—দেবীর বয়স কত হল ?

অভয়া । শত্রুর মুখে ছাই দে, পনের বৎসর ক মাস, আগামী কোজাগর পূর্ণিমার দিন যোল বৎসর পূর্ণ হবে ।

পরি । দেবীর পূর্ণিমাতে জন্ম, যেন পূর্ণশশী উদয় হয়েছেন, দিন দিন রূপের যোলকলা পূর্ণ হতেছে ।

অভয়া । কেন দেখতে দেখতে যে পদ্ম-চক্ষু দুটি জলে পূর্ণ হল ?

পরি । মনের মানুষ মনে পড়ে থাকবে ।

[ রাজবালার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।



স্থান—রাজবালার শয়ন মন্দির । কাল-নিশা ।

( সুরনাথ ও রাজবালার প্রবেশ । )

রাজ । দেখি কি সজ্জিত গৃহ যেন সেই নহে ;  
ছবিগুলি চারিপাশে কারে দেখে হাসে ?

সুর । তার মাঝে তুমি, প্রিয়ে, উল্লাসে গঠিত ।

রাজ । তার মাঝে, নাথ, যেন হাসাতে বসেছ ;  
তোমায় দেখিতে আজ ছবিগুলি জাগে,  
একা থাকি আমি যবে মুখ ঢাকে সবে ।

সুর । ঐ যে সুন্দর দ্বার দেখ শয্যা পাশে,  
অস্তুরালে, থেকে, দেখে, কে ছুটি ও হানে;  
বসিব উভয়ে ধীরে দ্বারের সমীপে,  
পুন এলে হাত ধরে দিব লজ্জা ফিরে ।

রাজ । লুকায়, আঁধারে যায়, কে ওরা দেখিল ।  
বুঝিবা “মনের-মেল” দ্বারে জেগেছিল ;  
ঘুরে ঘুরে যায় যায় যদি দেখা পায় ।

সুর । দেখ ঐ তুরা করি, বাঁকা নেত্রে চায়—

রাজ । পড়েছিছু ভ্রমে ( অগ্রসর ) জান ভাল ত তুলানি ।  
( দর্পণেদৃষ্টি ) ওদের যে দেখি আমি সদা একাসনে  
খাকুক বিচ্ছেদ-হীন চির এ নয়নে ।  
ঐ যে রমণী এক বিহ্বলা যেমতি,  
দেখ দাঁড়ায়েছে বামে রাখিয়ে পতিরে ;  
নির্জনে আরসি পাশে সদা দেখি ওরে ।

তোমায় যেমন লজ্জা ওরেও তেমন  
ও যে করে নাই লজ্জা আমার কখন,  
কিন্তু লজ্জা করে, যারে, লজ্জা করি আমি ।  
ঐ যে পুরুষ, নাথ, মোহন মুরতি,  
হৃদয়-দর্পণে মম জাগে দিবা রাত্রি,  
কতু বা স্তূথের নিদ্রা ভাঙ্গে হাত ধরি,  
কতু স্বপ্নে কাতু-কতু দিয়ে কাটে ফাঁকি ।  
না জানি কি ভাবে এল, জানে কি কুহক,  
ঘেরেছে মোহন জালে বাহির অস্তুর ।

সুর । দেখি তবে সযতনে যাইয়া নিকটে—  
 (অগ্রসর) জানিনা স্বরূপ তব ছিল এ জগতে,  
 দর্পণের দ্বেষী এবে হইলাম প্রিয়ে,  
 দেখি যে আমার রত্ন উহার ভিতরে,  
 দর্পণ হইলে অস্ত্বেঃ পেতাম তোমারে ।

( হঠাৎ পাখির স্বর । )

কিন্তু শুন প্রাণেশ্বরি, বনমাঝে স্বর,  
 প্রভাতের দূত কাল ডাকিল কোকিল ।

রাজ । লওনা প্রভাত নাম, থাকুক এ নিশা ;  
 ঘুমিয়ে পড়ুক কাল ভুলিয়ে সকাল ।  
 বিরহ বিরহে আছে লুকিয়ে আঁধারে  
 পোহাইলে নিশা সে যে গ্রাসিবে আমারে ।

সুর । ( গবাক্ষ দিয়ে দর্শন )  
 উষাদেবী হাসে, দেখ রাক্ষা বস্ত্র পরি,  
 দোলায়ে অঞ্চল, স্বর্গ শ্বেত পূর্বদ্বারে,  
 জরি দিয়ে তার ধারে, রূপালু সনালু—

( পাপিয়ার ডাক । )

শুন পুনঃ বন মাঝে থাকিয়া থাকিয়া  
 তানিছে পাপিয়া মিষ্ট তান-সপ্ত-স্বর ।

রাজ । আমার নয়নে থাক তারা সম তুমি  
 কি হবে তোমায় ত্যজি দেখি উষা ভূষা,  
 হরে আঁখি মোর সে যে চায় পরে দিতে  
 নাশিয়ে সুখের নিশা, বিরহে দহিতে ।

( দ্বারের নিকট গমন । )

কাক জ্যোৎস্না, হে নাথ, নহে ও যে উষা,—  
বিরহ-পীড়িত পাখী ব্যথিত অন্তরে  
তাড়াতে নিশারে বুঝি ডাকে ভোরে ভোরে ।  
থাক থাক গৃহে মম, বস হে সুধীর,  
এত কি অযোগ্য দাসী, হতেছ অস্থির ।

নেপথ্যে । দেবি ! একবার গাত্রোত্থান করতে হবে,  
যাত্রার লগ্ন প্রায় হলো, ভোর হয়েছে ।

রাজ । এক চুম্বনের পর আমুক বিচ্ছেদ,  
এক অশ্রুবিদ্যুতপাতে শুকুক অন্তর,  
এক শ্বাসে খম্বুক হে, সুখের কুমুম—

( দ্বার খুলিতে খুলিতে )

তোমায় বাহিরে যেতে খুলি তবে দ্বার,  
দেখিব কি আলো, মনে ঘেরিল আঁধার !

[ প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।



স্থান—রাজবাটি । ধীরাজ মন্দির ।

( দর্পনাথের প্রবেশ । )

দর্প । বাচস্পতি মহাশয়ের আগমন হলে, রাজটিকার  
দিন স্থির করা যায় ; এই পুণ্যাহ, পূর্ণিমা, শুভদিবস ; কিন্তু  
গৃহিণী ব্যস্ত হইলেও আমার লোকত রক্ষা করা নিতান্ত

কর্তব্য। দরবারে যে দূত প্রেরণ করা হল তাহার অপেক্ষা করা বিধেয়।

বাচস্পতি। (দূর হইতে)

ডুবিল আবার এক প্রাচীন বৎসর  
কালের উদরে; এক ঢেও, গর্ভশায়ী  
না হইতে, সর্বনাশা বুড় বিস্তারিয়ে  
পাটি, নুতন বরষ পুনঃ উগরিয়ে দিলে  
খেলিয়ে খেলিয়ে শেষে আবার আসিতে,  
অহি সম কাল, নিজ শিশু খেতে পুবে।

দর্প। সফলতা লাভ, সদা কালের প্রসাদে।

সফল হইল এবে রাজ নিকেতনে  
শুভ পুণ্যাহের কার্য্য তব আগমনে ॥

(হেমাজ ও শ্যামের প্রবেশ।)

বাচ। উড়ুক তোমার কেতু উচ্চশির তুলে  
চাক যশো-ভাতি হোক বিস্তৃত সংসারে।

হেম। ভক্তিটি দেখুন? চলন?

শ্যাম। যেন মন্ত্র-বলে নল-চালন।

হেম। নাকটী?

শ্যাম। গকড়-গঞ্জিত, যেন ধনুকার্দ!

হেম। মস্তকে কি হিজোলিত? শিক্কা?

শ্যাম। ধনুর চড়া খুলে গেছে।

হেম। ভ্রু-মুগল দেখ্ছ?

শ্যাম। যেন ধবল কীটের সারি।

হেম। রাজা নামাবলির উপর মেহাগণি কাঠের উজ্জ্বল মস্তক, তার উপর হিল্লোলিত রজত শিক্কা।

শ্যাম। যেন সুমেকর স্বর্ণ-চুড়ার উপর পরিষ্কার ধ্বজা।

(বাচম্পতি নিকটস্থ।)

বাচ। আমার উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলতেছ? যে কাল উপস্থিত, সামান্য শিশুগণেও গুরুজনকে উপহাস করে থাকে।

হেম। (স্বগত) কোন কথা গোপন করবার উপায় নাই, যেন ঐ তীক্ষ্ণ নাসাগ্র সকল স্থানে প্রবেশ করে, ও মনের কথা গন্ধে নির্ণয় করে।

দর্প। কি দুঃসময়!

বাচ। দুঃসময় নয় মহাশয়! কাল-ধর্ম্য। সংসারে যে এ অনিট হবে, বহুকাল পূর্বে ত্রিকালজ্ঞ ভগবান মহর্ষি-গণ শাস্ত্রোল্লেখ করে গেছেন; কলি! মহাশয় বিস্মৃত হতে-ছেন, স্নেহ অবতার রূপ যবনগণ এমন রত্নগর্তী ভারত-ভূমিকে মলিন করেছে—শাস্ত্র, ধর্ম্য, আচার, ব্যবহার, দিন দিন লোপকে পেতেছে, গুরুজনের আর অভিমান নাই; “ধর্ম্যঃ সঙ্কুচিত্তস্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং।”

শ্যাম। এতাবত।

ঝড়ে ঝড়ে ঝোড়

জরে ধ্বংস গোড়,

জিজিয়া, সোঁদা, সেয়ারে, সর্কে সর্কস্যাতে

পয়জারে গিয়াজেচ ভদ্রে কুপকাত ॥

যবন ভাড়নে,  
 দেবতা ব্রাহ্মণে  
 নষ্ট পুজি পুখি, সহজাতি ভাতি একাকার,  
 কিমধিকং ? কহে——

কলিকাপুরাণে,  
 ভবিষ্যৎ বচনে  
 “ নিষ্কর নিকর  
 কাননে স কর,  
 টোলে টেক্সে, ইন্কম্পে কম্পিবে কলেবর,  
 আবির্ভূত একাদশ অবতার আসেসর ।

পিনেল কোডে  
 বেতের চোটে,  
 পিট পট্ পট্ লভে দুই কারাগার—  
 অবশেষে,  
 রোড শেষে,

দেশে দেশে ভাবে জাতা কৃষিকার ।”  
 সত্যযুগ, স্বপ্নজ্ঞান, দুঃ কেন কলিকাল ?  
 অতি ভাল কিছু মন্দে স্মৃতিশ্রিত সদাকাল ॥  
 নেপথ্যে । রে, রে, রে, রে,———রে রে ।  
 শ্রাম । পবন বীরের দল এল ।

( রায়বাঁশ হস্তে পবনবীরের প্রবেশ ও  
 সতেজে শিরাঘাত । )

দর্প । দেখ—দেখ—দেখ, পতাকা-দণ্ড দুলে গেল

বাচ । প্রতি শিরা কম্পিত হল প্রভু—ওত মস্তক নহে,  
মেষ-শৃঙ্গ বিশেষ । “কালাপিঠে ।”

পবন । “কালাপিঠে” ও কথা বলবেন না—

“ব্রহ্মার হাড়েতে জন্ম হাড়ি,  
কুশ বংশে মেটে কুশধ্বজ ।”

তার পর—

শ্যাম । “গঙ্গার উদরে ডোম, গঙ্গাবংশ খ্যাতি ।”

পবন । চরণের ধূলা দাও । (বাচস্পতির প্রতি) এ কথাত  
লম্পট মহাশয়ের পুথিতে লেখা আছে । এখন পুণ্যের  
শিরোপা, আর রাত্রের ছুটি হলেই পূজা হয়—বম্‌কালী !

দর্প । নির্লজ্জ, বর্বর, কার্য্য ক্ষতি করে তোমার আয়োদ  
হতেছে,—তোমায় যে রায়রেঞে বাহাদুরের দরবার হতে  
সংবাদ আনতে পাঠিয়ে ছিলাম ?

পবন । ভৃত্য সে আজ্ঞা বাজান করে এসেছে—এই  
উত্তর । (পত্র প্রেরণ ।)

বাচ । অতীব আশ্চর্য্য, সেইত যেতে দেখলাম, চারি  
দিবসের পথ এক অহোরাত্রে কেমন করে গত্যাত হল ?

দর্প । পবনের ক্ষমতা, পবন-গতি !

[পবনের প্রস্থান ।

(পত্র পাঠ নিম্নস্বরে) “নিযুক্ত পত্রের দুইজন বিশ্বস্ত  
সাক্ষী আবশ্যক”—এ পিতা পুত্র তুল্য আর ত কাহাকেও  
দেখিনা ।

বাচ । এই বেলা, স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ স্থির করুন, “নচ  
দৈবাৎ পরং বলং ।”





আনন্দ লভিব তবে হয়ে ঋণহীন ।

নচেৎ যেমন বদ্ধ এবে ঋণ-জালে,

তাজিব এ দেহ হায় ! জালেতে জড়িয়ে ।

দর্প । কর পালন এখন সত্য, ঋণ দাও  
মিত্রের সুকার্য্য কিম্বা সাধ সুসময়ে  
সকল কৌশল, আশা, কর হে সফল—

হেম । সাধিতে প্রস্তুত ধর্ম সাধাইবে যাহা  
রাজগৃহে, পর্বশালে, স্বর্গে বা নরকে—  
নহি আমি তব, কিম্বা অর্থদাস প্রভু ।

দর্প । না খুলিতে পাখা, শুকশিশু কভু পারে  
উড়িতে গগনে ? জানে কি বালক জ্ঞান ?  
এ কি হে হেমানন্দ, বুদ্ধি মোর দুষ তুমি ?  
নহে বুদ্ধি সাধ্য তব বিষয়-কৌশল ;  
তোমারে সুশিক্ষা কত দিলাম যতনে  
সর্প শিশু পালা হল আমার কি শেষে ?  
এই কি কৃতজ্ঞ কিম্বা স্নেহ তব শিশু !  
যাও মম আঁখি হতে, অকৃতজ্ঞ চিত  
অজগর সম ভয়ানক, হরিণ শাবকে  
কিম্বা সম্ভান অন্তরে, যথা বিদ্যমান ।

কাশী । কে কৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ কেবা ?  
না জানি কহ হে প্রভু ! মোরে দয়া করি ।  
কহ কিবা ধর্ম তব অবলার প্রতি ?

দর্প । নহে তব গর্ব মম, ক্রোধে ভস্মীভূত ?  
এতই সাহস, তীক্ষ্ণ বহি মুখে এস ?

কাশী । অন্যান্য বারণে পারি, অমলে পড়িতে  
 ফিরাতে কুপথ হাতে আত্ম-প্রিয়জনে,  
 রক্ষিতে সম্মান নিজ চির-কুল-জ্যোতিঃ  
 অবলা পীড়ন ধর্ম্ম স্নেহ বিসর্জনে  
 প্রলোভ কলহ লয়ে কলঙ্ক লেপনে ?  
 শঠ মন্ত্রে কর্ণপাত, শঠ বাক্যে পূজা !

দর্প । যুক্ত ওষ্ঠে, বিনা বাক্যে, ত্যজ এই স্থান ।

কাশী । চলিলাম, যেতে যেতে কহি এক কথা  
 ছাড় কুমন্ত্রণা, কিম্বা আসিবে সে দিন  
 যখন আপন জালে আপনি জড়াবে  
 তখন এ কথা মম হৃদয়ে জাগিবে ।  
 জ্ঞান-বার্তা, নীতি-কথা আসয়ে অকচি ।

[ প্রস্থান ।

বাচ । যে জন পশ্চাতে ধায় স্বার্থলাভ আশে  
 পালায় সে রেখে নাথে শঙ্কট-সকাশে ।

[ প্রস্থান

শ্রাম । পিয়াদা সাহেব টিপে মদনে ধরিলে  
 রন্ধন-শালায় রতি কেন্দ্রে ভাসে জলে ;  
 ধীরে ধীরে খেয়ে অন্ন গেল ঘাটুবনে  
 রতি হারা একাপতি গেলেন বন্ধনে ॥

[ প্রস্থান ।

## পঞ্চম গর্তাক ।



স্থান—কাশীশ্বরের ভবন ।

( কাশীশ্বর ও হেমাদ্দের প্রবেশ । )

কাশী । কৃষ্ণর জনের চক্রে, উর্ণা-জাল সম,  
 দুষ্কের প্রলোভ, ভয়, নিত্য তুচ্ছ করি  
 আনন্দে সুনীতি, সূত, ছদি পদে ধর ;  
 ধরে যেন সুধাভাণ্ড সমতনে কোলে  
 কাতর সুধাংশু যবে লোভি রাহুগ্রাসে ।  
 মানব হৃদয়-ক্ষেত্রে মানস-কুসুমে  
 সুনীতি, কুনীতি, দোঁহে থাকে জড়ীভূত  
 গরল, পীযুষ, এক আধারে মিলিয়ে,  
 ত্যজিয়ে সে বিষ, মধুমক্ষিকা যেমন  
 শ্রম সহ মখে তুল সুধা নিরন্তর ।

[ প্রস্থান ।

হেম । এ রক্ষক নরাধম—

( শ্যামের প্রবেশ । )

শ্যাম । ভক্ষক—যোড় কলমের বাপ !—

হেম । আমাকে এতই নীচ জ্ঞান করে ? ভবিষ্যৎ রাজ-  
 মাতা রাজকুমারীর অনিষ্ট সাধন আমার বংশে কি সম্ভব ?  
 এ স্বপ্নে দেখে—না কেও দেখায় ?

শ্যাম । দেখায় ? ঐ হুচমুখী, রাক্ষা বাঁশবাজী বাচি

ঠাকুরের ভেল্‌কি—আর সেই ভানুমতী ভগবতী অভয়া ঠাকুর-  
কণের কলকাটি।

হেম। শ্যাম—

শ্যাম। আজ্ঞা ককন—

হেম। দেখ সেই ক্ষিপ্ত পুষ্পনাথের সন্ধে দেখা হলে,  
বল যে তার গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে, এখন এ প্রদেশে না  
মুখ দেখায়, পাঠানদের দূত সন্ধেহে তাহাকে ধৃত করিবার  
আদেশ পত্র প্রচার হয়েছে।

[ শ্যামের প্রস্থান।

আমার এখন উচিত সকল কথা শীত্র রণবীর সুরনাথের  
কর্ণগোচর করা, কিন্তু রণক্ষেত্রে গমন সহজ নয়, শুনেছি  
শিবিকাতে সঙ্গীতের বিশেষ সমাদর।

মনে আছে সেই যুবা ! ওঝা পুষ্পনাথে,

ক্ষিপ্ত প্রায়, রসালাপে প্রিয় সবাকার,

নিপুণ অঙ্গুলি যার পর্শিলে সেতারে

উল্লাসে, তারের সাথে অন্তঃ-তন্ত্রী খেলে ;

ভুলিত কপোলে কেশ, আবৃত আনন

শ্রুঙ্গদলে, গেরি বস্ত্র গৌরাজের শোভা।

লই সেই বেশ (বেশপরিগ্রহণ) দেব বৈদ্যনাথে নমি,

পুষ্পনাথ ওঝা এই—হেমাঙ্গ কি আমি ?

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় অঙ্ক ।

### প্রথম গর্তাঙ্ক ।

স্থান—রাজবালার গৃহ ।

( রাজবালার প্রবেশ । )

রাজ । আহা ! শিল্পীদের কি ক্ষমতা, চিত্রকরের তুলির  
কি আশ্চর্য্য গুণ, এই যে চারিপাশে ছবিগুলি দেখছি, যা  
দেখতে দেখতে আমার মনে এত আনন্দ হতেছে, এতে  
কত নৈপুণ্য প্রকাশ পাচ্ছে । এই একটি কেমন বনের  
ছবি এঁকেছে ! আহা, কি রঙ্গ ফালিয়েছে ! যেখানে আলো,  
যেখানে অন্ধকার, যেখানে মেঘছায়া, যেখানে পার্বত,  
যেখানে নদী, যেখানে নীলবর্ণ কুঞ্জবন, কেমন চমৎকার  
অঙ্কিত হয়েছে—যেন সব চকে চকে দেখছি ! বনের মাঝে  
এই কুঁড়েটি কেমন সুন্দর দর্শন—যেন সত্যি সত্যি দুর্ঝা-  
দল দিয়ে ছেয়েছে, আবার ঐ কুটীরের দ্বারে কেমন সীতা  
দেবীর মূর্তিটি ! পাশ্বে শ্রীরাম দণ্ডায়মান, তপস্বিনীর  
বেশে স্বামীর সঙ্গে মধুর কথা কয়ে যেন বনবাসের সব  
যাতনা ভুলে রয়েছেন । গায়ে ত চার কড়ার অলঙ্কার নাই,  
তবুও রূপে বন আলো হয়েছে—মরি মরি ! আমাদের  
সেই বৃদ্ধ মাধবীলতার ঝাড়ের ভিতরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা  
একটি তারা যেমন ঝকতে দেখি, এ যেন তেমনি দেখছি ।

আবার এই একটি ছবির কেমন শোভা হয়েছে, সেই বৃদ্ধ চিত্র-  
করকে দেখিয়ে দিয়ে দিয়ে মহারাজ এটি আঁকিয়েছিলেন ।  
এটি সেই মুনির আশ্রম—নাম ত মনে আস্চে না, এই যে  
সুন্দরী শকুন্তলা প্রিয়পতিকে আলিঙ্গন করেছেন, যেন হিম  
স্তম্ভ ধরে বিচ্ছেদ জ্বালা শীতল কর্তেছেন । আহা ! কি  
রূপের ছটা, কেমন গঠন, হাতগুলি, আঙ্গুলগুলি, কেমন  
গোল ! ( নিজহস্ত দেখিয়া ) তাইত আমার বালার কাছে  
যেমন একটি খাঁজ, ওঁরও একটি তেমনি আছে, যেন গোল  
হয়ে যুরেছে, পতির অংসভাগে সেগুলি কেমন সেজেছে,  
আমাদের চণ্ডীর মণ্ডপে খেঁত পাথরের থামে পূজার সময়ে  
যেমন ফুলের মালা জড়ালে হয় এ সেইরূপ শোভা দেখছি ।  
হার ! সুহৃজ্ঞান সংমিলন সুখ কি সুমধুর !

মন প্রাণ যারে চায়,  
তারে যদি আশু পায়,  
অবলারে দহে যবে বিচ্ছেদ বিকারে,  
হার ! সে মিলন সম,  
কি আছে রে মনোরম,  
মধু, সুধা, হেমনির অবনি মাঝারে ।  
কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীত,  
প্রফুল্ল কুঞ্জ নিভৃত,  
সুন্দরী প্রকৃতি মুখ উষার গগনে,  
কিবা প্রসন্ন সলিল,  
সুগন্ধ বাহ অনিল,  
নিদাম দিবস শেষে পথশ্রান্তজনে ।

কিবা পিক ভৃঙ্গ কেলি  
 কিবা মোহন মুরলী  
 কিবা রত্নাকর ধন চাক রত্নমণি,  
 কিবা শরদের শশী,  
 তারা-রত্ন হারা নিশি,  
 প্রফুল্ল কুমুম কুল মালিনী ধরণী ।  
 নেপথ্যে । শোভিবে উরসে তব পতিও তেমনি ॥  
 রাজ । একি স্বপ্নদূত ? না আকাশ-বাণী ?

( পরিচারিকার প্রবেশ । )

পরি । এ প্রকৃত সংবাদ দেবি ! যদি জান্তে অভি-  
 ল্যাবী হন——

রাজ । অমৃতে অকুচি ?

পরি । তবে অমৃত লয়ে আসি ।

[ প্রস্থান ।

রাজ । এ ত স্থির হৃদয়-সরোবরে উপলব্ধও ফেলে  
 গেল—দেখি আবার যদি সুস্থির হতে পারি । ( গবাক্ষ  
 দিয়ে দৃষ্টি ) এ দিকে দিন শেষ হল—সূর্য্যদেব অস্তাচলে—  
 ঐ কত দূরে বনের মাঝে তাঁর কিরণ-জাল ডুবে যাচ্ছে ; কেবল  
 ঘন পাতার ছিদ্র দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত শিখার মলিন  
 রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে—নিকটের নারিকেল, খেজুর, তাল-  
 বৃক্ষের উচ্চ পুচ্ছশ্রেণী রাক্ষা হয়ে কাঁপছে,—যেন রক্তচী  
 হারাতে অনিচ্ছুক, “ ধরি, ধরি ” করছে—এবার কি সব অন্ধ-  
 কার হবে ?—( পূর্ব দ্বারে দৃষ্টি ) না—তা নয়, ঐ যে চন্দ্রচাকুর



যেন শরদের জলে স্নান করে, রজত থালের মত নীলগগনে  
 ভেসে আসছেন, এখন কিরণগুলি উজ্জ্বল হয় না—কিন্তু  
 তারও দেরি নাই। মরি, মরি, কাননে কেমন মিষ্টধ্বনি  
 হচ্ছে! কত পাখী একতানে কলকল করতেছে! এরা  
 কিসকলে মিলে নৃত্তন চাঁদের গুণ গাচ্ছে? কত রজনী-  
 গন্ধা, কত মল্লিকা ফুটলো,—ঐ জলে এই কুমুদিনীগুলি মুদিত  
 ছিল, এবার যেন হেসে হেসে চক্ষু মিলছে—তাইত, দেখতে  
 দেখতে কত ফুল ফুটলো, নীচের দিকে দেখলে বোধ হয় যেন  
 বসুমতী একটি বড় পুষ্পপাত্রে ফুল ভরে চন্দ্রচাকুরকে উপহার  
 দিতেছেন—দেখতে দেখতে যে সব আলো হল—কত তারা  
 ফুটলো—যেন শ্বেতজলে জগৎ শুদ্ধ হলকরা হল—চারি দিকে  
 প্রমোদ—কেন আমার আনন্দের সামগ্রী দূরে?

দিন যায় নিশা আসে, ডুবে দিনমণি,  
 গুমরে গুমরে ভাবি সেই গুণমণি,  
 উদয় গগন-শিরে শরদের চাঁদ,  
 যুবতী জনের মনে পাতি প্রেম-ফাঁদ,  
 চুষে কুমুদীর মুখ সুধাংশুর করে,  
 চালিয়ে মিলন বারি প্রেমের অঙ্কুরে,  
 ভমিছে সন্ধ্যার বায়ু কত ফুল ফুলে,  
 লইছে মনের মত পরিমল তুলে,  
 বিহরিছে প্রণয়িনী সহ পাখী স্মৃথে,  
 লভিছে প্রেমের সুধা মুখ দিয়ে মুখে,  
 নিদাকণ কেবল আমার পক্ষে বিধি,  
 কোথায় রেখেছে দূরে প্রণয়ের নিধি!

( স্বর্ণের প্রবেশ । )

স্বর্ণ। কি দিবে আমারে ধনি, হাতে দিই যদি ?

রাজ। তুমি কিছু শুনলে না কি ?

স্বর্ণ। যা শুনবার শুনছি—

রাজ। কোন সংবাদ এসেছে কি ?

স্বর্ণ। কোথা হতে, দেবি ?

রাজ। যেন কিছু জান না, কিছু শুন না, কোন বিষ-  
য়ের সংবাদ রাখ না; মনে মনে কিছু কেবল দিন গুণ্তেছ  
—পূর্বে কত বেলা পর্য্যন্ত শয্যায় থাকতে, এখন তেমনি  
কাক কোকিল না ডাকতে ডাকতে তাহা ত্যাগ করে থাক।  
মনে কর উঠে পড়লেই একরাত্র কমে গেল।

নেপথ্যে। বলি “বার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।”

রাজ। কে লো সখি ?

নেপথ্যে। আঁধার মাণিক।

( লক্ষ্মীর প্রবেশ । )

লক্ষ্মী। আমার দেখে উভয়ে স্তব্ধ হলেন কেন ? প্রবীণ  
বলে ?

আমিও অননি ছিলাম।

আখিন কার্তিকের ঝড়ে ফেতা ফুতি হলাম।

রাজ। তাই ত, একি বেশ ?

লক্ষ্মী। বেশ ? কোথা বেণী-শোভিত মাধব; কোথা  
জটাময় শঙ্কর, তা আমার কথা পরে, দেবীর কথা  
শেষ হোক।

রাজ । যে কথা গো আছে মনে কহিব কেমনে,  
যদি সত্য তবু হায় লাজে বাধে জিহ্বা,  
কহ লো সোণার সখি হয়ে মোর তাহা ।

স্বর্ণ । কেমনে কহিব তব কথা এই মুখে,  
গড়েছে প্রকৃতি তব ওষ্ঠ সুখা দিয়ে,  
কথায় মিশিয়ে তাহা হক নিঃসরণ ।

লক্ষ্মী । শুনিতে শুনিতে, দেবি, জুড়াক শ্রবণ ;  
মলিন ও মুখ এবে যদিও বিরহে,  
বিরহের কচি বল নিন্দিতে কে পারে ?  
ও মুখ পাইলে কেন যাবে স্থানান্তরে  
অমৃত নিবাস ত্যজি কে চায় গরলে ?

রাজ । সৌন্দর্য্য দেখিলে, লোভ, বিরহ কি করে ?

লক্ষ্মী । মিলনে লাগে যেমন, বিরহে তেমন ।  
বিরহে, কিম্বা মিলনে, সুন্দরীর মুখে  
কোমল স্মৃষ্টি ভাব দুই ভাবে ভাসে—  
সুন্দরী দেখিলে যেন সুখ আর শোকে  
বিরোধে বিমত্ত সদা লভিতে সে বাসে ।  
এখনি দেখিব যদি কথা কহ দেবি  
হাসি, শ্বাস, ফিরে ফিরে আসিবে ও মুখে,  
উভয়ে বিদ্বেষী হয়ে পীড়িবে উভয়ে—  
করিতে চাহিবে হাসি, নির্বাসিত শ্বাসে  
ফেলিতে বাঁশরী রক্তে কিম্বা অন্ধকূপে ;  
চাহিবেও শ্বাস, হাসি মধুর তাড়িয়ে  
বনবাসী বন্য-ফুল অধরে রাখিতে ।—

কি দেবি ! এভাবে কি বঞ্চিত থাকব ?

রাজা : কোন কথা গোপন করবার উপায় নাই । কথা আর কিছু নয়, যোদ্ধা ঘরে এলে স্বর্ণসখীর মনঃস্থির হয় ।

স্বর্ণ । আর এক দেবের আগমন হলে, আর এক দেবী দেহে জীবন পান ।

লক্ষ্মী । সবার সব আসছেন, কিন্তু সখীর একটি মাত্র মনঃপীড়া হল ।

স্বর্ণ । কি গো ঠাকুরাণি ?

লক্ষ্মী । তবে বলি, সত্য ক দিন ছাপা থাকে । যোদ্ধা যুদ্ধে দম্বাহীন হয়েছেন ; তা সখীর দোষ, তখন বলতাম ভাঙ্গা কলাই হাতে কর না ।

স্বর্ণ । ওর উত্তর কথায় হয় না ।

লক্ষ্মী । ওমা, ওমা, কল্লেন কি গো, কুমারী দেখলেন, সে বুড় রায়ু মরে পর্য্যন্ত অমন বড় কিলটি আর কেহ দেখিয়ে ছিল না ।

স্বর্ণ । নাম করলে—

লক্ষ্মী । তার প্রায়শ্চিত্ত করব, এখন আমার অনু-সন্ধান কেন ?

( পরিচারিকার দীপ হস্তে প্রবেশ । )

আমার নামে লজ্জা দিলে, আঁধার-মাণিকে খোঁটা ।

পরি । আমি ত যে অন্ধকার সেই অন্ধকার দেখছিলাম ।

লক্ষ্মী । অন্ধকার ? আবার দীপ বাহিরে লয়ে যাও—  
এখনি গৃহ মুক্তকেশীর খেত কেশরাশির আভায় জ্যেৎশ্না

হবে, সে আভাতে ওঠের কাছে কুমুদিনী হাসবে। (রাজ-  
বালার প্রতি) আপনার পদ্মমুখ, অন্ধকার সলিলে ডুবে  
থাকবে।

[ পরীর প্রস্থান।

স্বর্ণ। ঠাকুরাণি। এখন মুখ ভাল করে দেখছি, এত  
শুষ্ক কেন?

লক্ষ্মী। উল্লুখাসে পলায়ন করেছি,—নিরাহার, খাবার  
মধ্যে গুটি কয়েক খাপি খেয়েছি। আমার গ্রামে সকল অস্থির,  
যুবতীদের সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত দেখতে পান না—যে বার ঘরে  
বন্দি—আমি বেরিয়ে ভয়ে মরি, যে দিকে চাই কেবল লাল  
পাকুড়ি, লাঠি, ঢাল, তরবার, কদ্রাক্ষের মালা, আর বৃহৎ  
বৃহৎ ঝুঁপ গোপ। সেই যে ভুল ভুলে তহসিনদার ঠাকুর,  
তার পেটে এত বুদ্ধি—কর্তা মহাশয়ের একগুণ হুকুম ত  
তিনগুণ কায়, গাঁয়ে একবারে তলমাটি উপর করেছে—  
যেন হনুমান লক্ষা ছারখার করেছে। কাশীখর বাবুর সঙ্গে  
যে কি বিরোধ হচ্ছে, তাঁর হেমাঙ্গ বলে অনুদ্দেশ হয়েছে—  
তার সন্ধান হচ্ছে।

( অভয়ার প্রবেশ। )

অভয়া। ( স্বগত ) বড় গোলযোগ। ( প্রকাশে )  
এইখানেই যে রাজকর্ম শেষ হতেছে—সকলে অবাধ্য হলে—  
আমার শিক্ষায় কেও কর্ণপীত করলে না, বলে “ শিশুর মত  
গঠন, বুড়ার মত বচন ” তাই হল।

লক্ষ্মী। এই দুখিনীর সঙ্গে পাঁচটা দুখের সুখের কথা হচ্ছে।

অভয়া। দুখের সুখের কথা! কথা-বিক্রী একটা ব্যবসা—তোমার কেবল লাভের লালসা—দিন দিন গতায়াত।

লক্ষ্মী। কি লজ্জা দেবি! বারণ করেন নাই আসব—

চিরকাল গেল খড়ের জ্বালে,

কি করবে মোর বরষাকালে।

অভয়া। রাজ! তোমায় গর্বের ধারণ করি নাই সত্য, কিন্তু তুমি তা হতে অধিক—তোমার এ কি প্রকৃতি? দুঃখ দেখলেই কি দয়া করতে হয়? ধন অনেক যত্নে হয়, মানুষ-পরিমাণ মাটি খনন করলে এক কড়া কড়ি লাভ হয় না—তা সে ধন তুমি যেন দুই হাতে ছড়াও।

লক্ষ্মী। দেবি! কিন্তু আমাদের গ্রামে শীকদার দিঘী একহাত্তপরিমাণ না কাটতে পাঁচটি সরা আর প্রতি সরায় পাঁচ পাঁচ কড়া কড়ি পাওয়া গেছেলো।

অভয়া। আমার সঙ্গেও তোমার পরিহাস? রাজ! কথায় ক্রুদ্ধ হওনা, অশ্বৈরণ দেখলেই বলতে হয়।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। অশ্বৈরণ সৈতে নারি,

শিকায় পা দিয়ে ঝুলে মরি।

রাজ। পরের দুঃখ দেখলে কি চক্ষু মুদিত করে থাকায়?  
যায়?

লক্ষ্মী। দেবি! অন্নপূর্ণা হয়ে বিরাজ কর।

[প্রস্থান।

স্বর্ণ। আমি জানি দেবীর মন সেই খানে আছে।

রাজ। যথার্থ পত্র এসেছে? কার?

স্বর্ণ। তাঁর।

রাজ। রণবীরের?

স্বর্ণ। হাঁ, সপ্তগ্রামে এয়েছেন, সে দুই পাঠানের ভয়ে সকলে সেই খানে আশ্রয় নিয়েছে। এক খানি পত্র লিখুন। সপ্তগ্রামে পাঠাই—উভয়ে আসবেন।

রাজ। কি করে লিখব? কোথা হতে আমার কপালে এই উপস্থিত হল? কেনই বা বিষয় কক্ষে জড়ীভূত হলেন? এই ত্যাগ করে গেলেন, আবার কি আসবেন?

স্বর্ণ। কেন বা বিরোধ হল? কেন বা লোভের সৃষ্টি হয়েছিল? কেন বা যুদ্ধ উপস্থিত? কেন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা? এ সব না হলে ত বিরহ হত না। বিধি কি জান্ত না এসব প্রেমের বিরোধী? কিন্তু দেবি! আমাদের কেবল “স্বামী, স্বামী” চিন্তা, পুরুষদের নানা চিন্তা জন্য এ সকল হয়েছে—নয়?

রাজ। তা সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদেরও চিন্তা কর্তো, তবে ভাল হত।

স্বর্ণ। কুমুদিনী চাঁদ চায়, চাঁদের কি আর কাষ নাই—আপনার মন যেখানে সবার কি সেখানে? এখন পূজার সুযোগ অনায়াসে দেখা হতে পারে, পত্র লিখুন।

[প্রস্থান।

রাজ। পত্র লিখি। হায়! কি উল্ট বিধি—যে যারে ভাল বাসে তারে কি এক সঙ্গে রাখতে জানে না? না চকিত্ মিলনের আদর বৃদ্ধি জন্য বিরহের সৃজন হয়েছে?

কত যে কুমুম ফুটে বিজন কাননে,  
 মধুর আত্মা তার লভে কোন্ জনে ?  
 অমল কুমুদ ভাসে মানস-সরসে,  
 বিরাজে জীবেশ তাঁর সুদূর আকাশে ;  
 কাঁদে রে সাগর-তলে রমা রূপবতী,  
 বাসেন বৈকুণ্ঠে সুখে সুখী রমাপতি ;  
 থাকে রে সুন্দরী-কণ্ঠ রত্নকণ্ঠ-হীন,  
 আবদ্ধ রতন-রাজি খনিতে মলিন ;  
 চাতকিনী মহীতলে, বারিদ আকাশে,  
 বিরহিনী একা ঘরে, কান্ত দূর দেশে ;  
 প্রেমের সোহাগ যেন বাড়াতে মিলনে,  
 দূরে রে যতনে বিধি রাখে প্রিয়জনে !  
 নেপথ্যে । অনেকে থাকলে কি মনের কথা প্রকাশ পায় ?

( অভয়ার পুনঃপ্রবেশ । )

অভয়া । কি মা তুমি, একা বসে, কাহারে ভাবিছ ?  
 সত্য প্রণয়ের ধর্ম এই, যবে কেহ  
 না থাকে নিকটে, আসে মনের নিকটে  
 মনোহন, মনঃ প্রাণ যারে চায় সদা,  
 একা পোলে স্মৃতিকুঞ্জে করে কত কেলি ।  
 ভাবিছ যাহারে, আমি বুঝেছি, দুহিতা !  
 যাহা বিরহিত, ছার বিষয় আশয়ে ।  
 যা হোক, এলাম এবে হয়ে বড় সুখী  
 তোমায় কহিতে—ত্বর করিবেন গৃহে  
 গমন, জামাতা ।



রাজ।

কহ মহাশয়া। কবে

তব দয়াতে না বান্ধা এ কন্যা তোমার।

অভয়া। কিন্তু মা একটি কথা আছে তব সাথে,  
নিগূঢ়—দেখত কেহ নাহি কোন পাশে—

কমলার আনুকূল্যে সম্পূর্ণ ষোড়শী

তুমি এবে, রাজ্ঞী, সুখী, অর্থেতে অতুল ;

আছে সব যদি, তবু আহা ! এক দ্রব্য,

অন্ধে শোভা, গৃহে আলো, আনন্দ নয়নে,

পুত্র-চাঁদ-মুখ বড় বাঞ্ছনীয় এবে।

সাধুর প্রদত্ত দেখ এই যে ঔষধ

যত্ন করে কত দিন রেখেছি গোপনে,

চির-স্নেহ চিরমাত্র দিলাম তোমায়,

স্নেহের পদার্থ বল আর কারে দিব।

জামাতা আগত প্রায়, বিশেষ সময়ে,

নির্দেশ করিব মন্ত্র, সেবন-প্রকার। (জড়িপ্রদান)

লও মাতঃ একমনে করি আশীর্বাদ,

সুসময়ে শুভ-লগ্নে এই দ্রব্য-গুণে

শোভে যেন কোলে চাঁদ সোণার কুমার !

রাজ। শিরোধার্য আশীর্বাদ সহ এ ঔষধ,

সুসিদ্ধ সময়ে হোক শুভ ইচ্ছা তব।

[ অভয়ার প্রস্থান।

তবে পত্র প্রেরণের প্রয়োজন কি ? তবুত এই পত্র নষ্ট  
করতেও ইচ্ছা হয় না—যত্নে রাখি।

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।



স্থান—আনন্দ-কানন। রাজবালার গৃহ ।

( রাজবালা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ । )

রাজ । আহা ! সোণা স্বর্ণলতা, পূজার সুদিন,  
সঙ্গে করি পক্ষান্তরে, গুরুপক্ষ নব,  
পক্ষেতে ধরিয়ে নবচাঁদ। সুধাময়,  
বিচ্ছেদের শেষ দিন, আসিছে, মিলন—  
আসিছে আনন্দময়ী আনন্দ সহিত ।  
তথাপি লো গুণিতে গুণিতে রাত দিন,  
অফুরন্তি হতেছে ক্রমশঃ, মনে হয়,  
বুড় চাঁদ ডুবেও ডুবিতে অনিচ্ছুক,  
সাপিনী সতিনী সম হয়েছে সবার ।  
এইরূপ ধীরে আসে সুখের কি কাল ?

স্বর্ণ ।

মিলনাশা সংপূরণ,  
চলিলে বিরহী মন,  
কোন তেজ তার সাথে ধায় ?  
তড়িত-রশ্মি, তপন,  
গিরি-লম্বে প্রত্নবন,  
আশুগতি মন্দগতি তায় ।  
পর্বত-প্রাচীর বার,  
অসীম জলধি পার,

বলম্বীক, প্রাণালী মাত্র তার,  
 পলকে উত্তরি, সবে,  
 বন, গিরি, নদ, নাবো  
 পার্শে যথা বান্ধা প্রেম তার ।  
 তথাপি সে আশাগতি,  
 যতই বা বলবতী,  
 শতবার নিষ্কিণ্ত নিরাশে,  
 যে কলে সে তার ছুলে,  
 গাথা যেন সূক্ষ্ম ছলে  
 ধরিতে ছরিত ছিড়ে উড়েত বাতাসে ॥

রাজ । সত্য যা কহিলে সখি,—তবে দশ নিশা  
 স্বপ্নভাবে ভেবে ভেবে তারে, কাটাঁইব  
 দশদিন কুড়ে কাল কোলে । তার পরে  
 নব চাঁদ, মদন-ধনুর ছাঁদ, আসি  
 প্রবাসী পতির সহ, মিশাবে আপন  
 হাসি, কত যুবতীর হাসি হাসি মুখে ।

নেপথ্যে । ওলো, ভালবাসার দেখা দেখি, হোক না হোক,  
 শুনেও সুখী ।

রাজ । কে বল দেখি ?

( লক্ষ্মীর প্রবেশ । )

লক্ষ্মী । এই দেখুন দেখি ।

রাজ । কেন ? এ যে পখিকের বেশ ।

লক্ষ্মী । আর কি ? পূজার দিন আগত—দশ জনার  
নিকট গতি, দশসিকা বার্ষিক প্রাপ্তি ।

স্বর্ণ । আমি তোমার পাঁচসিকার ভাব করে দিব ।

লক্ষ্মী । আমার কি আর ভাবের সময় আছে ? বাঁদের  
ভাবের প্রয়োজন, তাঁদের ভাবের আদমিও আসছেন ।

স্বর্ণ । দূর—দূর—

লক্ষ্মী । সুসংবাদে পুরস্কার হল ভাল, আমি বুঝা  
কথা বলি নাই ।

[ স্বর্ণের প্রস্থান ।

যা বলুন দেবি ! আমার পূজা দেখেই বা আবশ্যক ?  
না কি এ কুৎসিত শিশুকাঠের হাতে অঞ্জলি গ্রহণ করে  
তৃপ্ত হবেন ?

রাজ । তৃপ্ত হবেন না কেন ?

লক্ষ্মী । উজ্জ্বল মুকুতা, মণি, সুবর্ণ ভূষণে  
হস্ত, কটি, কর্ণ, কণ্ঠ, করে অলংকৃত,  
চিকণ রেসমী বাস, পরিধানে, দেবি !  
অঙ্গভঙ্গে, রঙ্গে যেন সোণার পুতলি—  
প্রফুল্ল প্রাতের ছবি কোমল শরদে—  
একহস্তে পুষ্প-পত্র দিব্য পুষ্প সহ,  
চন্দন, তুলসী, বিষ্ণু-দল ; অন্য হস্তে  
স্বর্ণ কমণ্ডলু পূর্ণ পুত গঙ্গাবারি  
( বসন্তে বসুধা যেন পুষ্প-রসে ভারি )  
উপনীত হবে যবে ঝলমল ভাবে

চণ্ডীর মন্দিরে চাক, স্বর্গীয় প্রতিমা-  
 নির্মিত উমার মূর্তি, পাবে আরাধিকে  
 সমযোগ্য, তব রূপে। অঞ্জলি ভরিয়ে  
 যবে পুনঃ, পুষ্পভার ফেলিবে চরণে,  
 বাঞ্ছিত অমৃত মুখে হৃদয় পূরিবে,  
 হাসিবে হৃদয় তব, হাসিবে অস্থিকে ;  
 যবনিকা পাশে পতি হাসিতে মাতিবে।—

সে হাসি কি আমি, দেবি, পারিব হাসাতে ?

পূর্ণিমার কার্য্য অমানিশা কি সাধিবে ?

হেট বদন—আর কথা নাই যে চন্দ্রবদন ! বোধ করি  
 সত্য কথাই বলেছি, এর উত্তর কি ?

রাজ ! তুমি যেমন পীগলিনী তেমনি কথা—ঠাকুরদের  
 কাছে মহৎ, অধম, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, আছে ?  
 তাদের নিকট ভক্তিই মুক্তির মূল।

লক্ষ্মী ! ওরে ঠাকুরের বিচার ভাল ! যাদের বাটীতে  
 মেষ মহিষ বলিদান, নাচ যাত্রা, সঙ্গীতের উৎসব, ঝাড়  
 লগুন ঠন ঠন, মোম বাতি, সোণার সাজ, রেসমি সাটী,  
 প্রচুর ত্রাঙ্কণ ভোজন, মাছের মুড়, গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা মিঠাই  
 বিতরণ, তাঁদের পূজাতে যেমন তৃপ্তি ; আর যাদের ঘরে  
 সুপরি উৎসর্গ, পানফল উপকরণ, জেলেকাচা, টেঙ্গরা মাচ  
 ভাজা, আর নেকড়াই চণ্ডীর মত গোটা কতক ভূত ছেলে,  
 ঝাঁজ কাঁসর বাজিয়ে আরতির সময় সামান্য আলো জ্বলে,  
 তার পর রাত ভোর মাকে অন্ধকার চণ্ডীমণ্ডপে ঝাঁক ঝাঁক  
 নশার মুখে ফেলে যায় তাদের পূজাতেও তেমনি !

রাজ । তেমনি বৈ কি ?

লক্ষ্মী । তা নয় দেবি ! মায়ের পরিবারের পালা আছে ।  
যাদের যেমন পূজা তাদের ঘরে তেমনি দেবতার আবির্ভাব ।

রাজ । কেমন ?

লক্ষ্মী । আপনাদের মত যাদের রাজত্ব, যেখানে  
স্বর্ণধালে ভোগ হয়, সেখানে মা স্বয়ং গমন করেন,  
যেখানে মহাজনীর টাকা ছড়াছড়ি—নন্দী কুণ্ডুর বাটীতে  
লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন । আমাদের মত ভট্টাচার্য্যের ঘরে  
আতপ চাল আর হোমের অপছত স্বত চাকতে সরস্বতী  
যান—গণেশ দাদা, শরৎকালে ধানের ক্ষেতে শুড়  
হেলাতে হেলাতে ইন্দুর-সঙ্গে সেই দক্ষিণে ধানব্যাপারীদের  
গৃহে চলেন । কার্তিক ?—বংশের ফুলবারু মাঠের দিকে  
পাছে বার্নিশ ষোড়ে কাদা লাগে, তিনি সহরের পথ  
ভাল বাসেন, তেল দিয়ে টেরি কেটে, বাপের বেলগাছ  
হতে আঠা লয়ে গোঁপ ষোড়টী, তালচঁচের মত বঁকিয়ে—  
যেমন করে হোক, কালাপেড়ে ধুতি একখানি ধার করে,  
মস মস করে নগরের আলোতে ভ্রমণ করেন ।

রাজ । ময়ূর ত্যাগ করে যান ?

লক্ষ্মী । ময়ূরের যে ভণ্ডদের রাজবাটীতে পূজা হয় ।

রাজ । শিব ঠাকুর ?

লক্ষ্মী । শিব ঠাকুর ? তিনি আর পূজার বাজারে  
কানি পরে কেমন করে বার হন ? তিনি নীচে আসেন না,  
উপরেই থাকেন—কেবল নবমী নিশাতে নবাব সাহেবের  
আবকারি মহলের ধুম একবার গোপনে দেখে যান ।

রাজ । এত রচনাও আসে ?

লক্ষ্মী । “ নয়ন তারা ” ত আসছেন—তিনিও ত পণ্ডিত, জিজ্ঞাসা করলে পুঁথি খুলে বচন বার করে দেবেন ।

রাজ । আসছেন ? কর্ণ-সুখমাত্র, সে কি মেয়ের মন ?—

গড়েছে পুরুষে বিধি, কত যে যতনে  
সৌন্দর্য্য, স্মৃতি, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য দানে,  
কুমারের মূর্তি যেন সম্মুখে ধরিয়ে ;  
সম্পদে কিম্বা বিপদে কার্য্যে বা বিরামে  
সিংহাসনে, রণভূমে, অরণ্যে, সাগরে,  
নিমগ্ন স্মিত্র সহ মধুরালাপনে,  
বিষাক্ত কলক মুখে, সম্মুখ সমরে,  
মর্ত্য-ভূমি-স্বামী যেন সদত সুস্থির  
মরের কলঙ্ক নাশি, সাহস প্রকাশে  
মানব-গৌরব-প্রভা বর্দ্ধিতেছে সদা ;—  
তবু কি সে রমণীর সম স্নকোমল ?  
প্রীতি-সুখ-সারে সুনির্ম্মিত, হৃদকমল  
যার, প্রেমের অমৃতে, নিত্য ঢল ঢল ;  
প্রফুল্ল সোহাগ স্বাসে, শুক তাহা বিনে,  
বিরহে মুদিত, মিলে মিলনে আনন,  
স্নেহ স্নিগ্ধ-বিন্দু দিয়ে নরের হৃদয়ে,  
সমল হুর্ভুত্তি-জলে মিলায় নির্ম্মলী ।  
পোড়া বিধি ! হেঁ লো সখি তখনি ভুলেছে,  
কমলে প্রথরে যবে মিলাতে চেয়েছে ।

লক্ষ্মী ! তবু বিচ্ছেদান্তে দেবি ! বারেক হেরিলে  
নয়নে নয়নে মিলে, হাসে সব ভুলে,  
যবে সে সুমিষ্ট ভুল, তোমায় ভুলাবে  
পুরুষ সুধার রাশি তখনি জানিবে ।

[ প্রস্থান ।

( স্বর্গের প্রবেশ । )

স্বর্গ । আনন্দ-কাননে সকল আনন্দের সংবাদ, কিন্তু  
আর গৃহে কেন ? বারাণ্ডার দ্বার খুলে আজকে একবার সন্ধ্যার  
শোভা দেখুন । ( দ্বার উদ্ঘাটন । )

মরি কিবা সুসময়, নহে রবি অন্তর্মিত !  
শশী তথাপি উদিত ; চন্দন আরক্ত ষ্ঠেত  
গগন উভয় পাশে, চাক রেখাতে লিখিত ;  
শরদ সলিলে পূর্ণ, সুন্দর সরসী কোলে,  
খুলিছে কুমুদ মুখে, কমলিনী প্রফুল্লিত—  
যেন রবি, চন্দ্র, দিবা, নিশা, কমল, কুমুদ,  
একবারে কোন মন্ত্রবলে, মিলেছে সকলে ।  
সকলের সুখে সুখী, চেয়ে নিজ বক্ষ পানে  
হৃদয়-দর্পণে, দেখে সরসী সবার কেলি ।  
সুদূরে সৌরভ-পূর্ণ শস্যক্ষেত্র সুবিস্তার  
প্রাচুর্য্য প্রদারী বসুন্ধরা দেখ দেখাইছে ।  
শরদের বারিপূর্ণ ষ্ঠেত দীর্ঘ জলনালী  
( মহী বস্ত্রে যেন জরি, নীল ক্ষেত্রে কারীকুরী )  
কত বাঁকা রোপ্য রেখা চলে চিরিয়ে আঁধারে ।  
আকাশে কুসুম ষ্ঠেত মালা গাথে বক-দলে ।



রাজ। সুরঞ্জিত নানারঙ্গে, কানন-দেবীর অঙ্গে,  
 প্রকৃতি পুরিয়া সাধ, সাজায়েছে কত ফুলে,  
 পার্বনীর দিবসে সখি, যা যেন করি যতন,  
 কুমারীরে অলঙ্কারে, করে ভূষিত আদরে।  
 কোমল শিউলি গন্ধ, মন্দ গন্ধবাহ ভরে।  
 বিমল প্রকৃতি মূর্তি, করে মার্জিত সুনীরে  
 ভাবি আনন্দের দিন যেন ভাবিছে হৃদয়ে ॥

স্বর্ণ। আপন নিম্নল শাস্তিচ্ছায়া, দেখ তার মুখে।

[প্রস্থান

## তৃতীয় গর্তাঙ্ক।



স্থান—প্রান্তরে, রাজপথে, রক্ততলে।

(লক্ষ্মীঠাকুরানী ও হেমান্দ্রবাবু পুষ্পনাথের  
 বেশে প্রবেশ।)

হেম। ওরে আমার নংরা মন!

ভাঙ্গা হাল, ছেড়া পাল,

সিদ্ধু-জলে তরি যেমন!

লক্ষ্মী। ওমা! লোকে এত মিথ্যাও জানে,—বলে  
 পুষ্প মরেছে; এইষে গো পুষ্পনাথ!

হেম। অনেককে মরতে দেখব, তবে মরব—এছাংখের  
 কপালে কি মৃত্যু আছে? একি বড় লোক, সূখী প্রাণ?  
 ওরে আমার নংরা মন!—

লক্ষ্মী। মিথ্যা নয়, মহারাজের জ্বর হল, আর প্রাণ  
বেরল।

হেম। ব্রাহ্মণদিদি! এ তোমার যে রূপ খুলেছে,  
তোমার যে আমার মত শঙ্কর-জটা ছিল, ঐ পথের ধারে,  
ধূলি ঢাকা আগাছার বনের মত যে একটা ঝুড়ি মাথা ছিল,  
তা কে এমন বেশ করে দিলে? বল না দিদি! ঝুলি হতে  
দোক্তা খুলে দিব!

লক্ষ্মী। হায়! লক্ষ্মীপুরি! তুমি আমার লক্ষ্মীর স্ত্রী  
দিয়েছ। রাজবালা দেবি! তোমার সকল আশা সম্পূর্ণ  
হোক—আমার আর দুঃখ থাকবে না। দেখ পুষ্পনাথ!  
প্রতিদিন তিনি আপনার হাতে, হাতির দাতের কাঁকুই  
দে, এই চুলঙলি বিন্যাস করে দিতেন, আর তেল—আহা  
তার কেমন বাস!—তা মাখতে দিতেন। আর রাজভোগ,  
যেন আইবড় ভাত খেতাম।

হেম। হেঁ গা, লক্ষ্মীপুর কেমন দেখলে, আমার আইবড়  
ভাতের ভাগ দিলে না কেন?

লক্ষ্মী। সকল বলব—এইত আমাদের গ্রামের গাভী-  
গুলি দেখছ—যেন ভাগাড় হতে উঠে এল। লক্ষ্মীহাটে যখন  
মহারাজার গো-শালা হতে গাড়ির হাঁসা বলদ, বোনাতে  
সাজ পরে, ঘণ্টা তুলিয়ে, সোণার শিক্ত হেলাতে হেলাতে  
যায়, পথ আলো করে, যেন বর বিবাহ করতে  
যায়।

হেম। দিদি বলব? বিবাহ করতে ইচ্ছা গেল না—  
আইবড় ভাত ত খেয়েছিলে?

লক্ষ্মী। দূর ক্ষেপা শুন—এই সম্রা হ'ল, আর দাঁড়কাক, কালপেঁচা, ডমচিলের বরে কল্যাণপুর অকল্যাণরবে পূর্ণ হতেছে,—লক্ষ্মীহাটার কাক আছে, কিন্তু তাদের রাজ-ভোগের ভাগ পেয়ে রন্ধে জল হয়েছে—গলা কর্কশ নাই, কা, কা এমন মিষ্ট করে ডাকে! আর সেখানে কালপেঁচা নাই, সব লক্ষ্মীপেঁচা, চারিদিকে শঙ্করীর বাহন শঙ্ক-চিল, নীলকণ্ঠ, শারী, শুক, শালিক, কোকিল, সুখে আনন্দ-বাগে বাস করে। এতক্ষণ সিংহদ্বারে কেমন নওবৎ বাজছে “খায় মুড়ি” “খায় মুড়ি” করছে।

হেম। আমার চারটি টাটকা মুড়ি দেবে না!

লক্ষ্মী। দেবেনা কেন? আমার সঙ্গে যাবে? দিব এক মুঠ।

হেম। খাম দিদি, আগে দেখে আসি চন্দ্রদের গাঁজার নৌকা ঘাটে এল কি না।

ওরে আমার নংরা মন!

ডুবলে তরি, তুণ ধরি,—

এড়াইবে তাই কি মরণ?

লক্ষ্মী। হেঁদে ফুল! একটী কথা শুন।

হেম। আমার নাম হল পুষ্প, উনি ফুল ফুল বলছেন—  
এক মুঠ মুড়ি—আর কত কথা শুনব?

লক্ষ্মী। দুই মুঠ দিব। (নিম্ন স্বরে) হেঁরে হেমাঙ্গ বাবু যে তোরে এত ভাল বাসতেন, তা কোথায় গেলেন, তোরে সঙ্গে লয়ে গেলেন না?

হেম। তবে তোমায় বলি, প্রকাশ কর না, বাবু জলমগ্ন—

লক্ষ্মী। হায়! তবে হেমাক্ষ বাবু নাই?

(ডমনি নিকটস্থ বন হইতে বহিষ্কৃত।)

ডম। ডুবলে আর বাঁচে ঠাকুরণ?

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। পথে, রাজে যে গোপন কথা কইতে নিষেধ  
তার কারণই এই।

হেম। অনন্ত শয্যায় ছিলেন যখন।

লক্ষ্মী এসে সেবিতেন তখন।

এখন গোয়ালার ভাত গোষ্ঠে গমন।

নংরা মন! যখন যেমন তখন তেমন॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

## চতুর্থ গভাক্ষ।



স্থান—রাজবাগি।

(দর্পনাথ, শ্রাম, বাচস্পতি ও কর্মচারির প্রবেশ।)

১ কর্ম। কাষের কথা? মহারাজ। তার তথ্য করবার  
আবশ্যক রাখে না, যে কর্মে যায়, কখন বিন্দু বিসর্গের ক্রটি  
হয় না। “ন স্থান তিলধারয়েৎ,” তিলাক্ষ দেরি করি না।

শ্রাম। ররং দুই একটি বেসী বিন্দু দিয়ে সংস্কৃত করেন,  
কি ব্যুৎপত্তি!

দর্প । হেমান্দের গৃহ কি হস্তগত হয়েছে ?

১ কর্ম্ম । মহারাজ ! প্রায় হয়েছিল, পদাভিক লয়ে তাঁর বারাণ্ডায় বসেছিলাম, মনে করেছিলাম গোপনে গোপনে কর্ম্ম সমাপ্ত করব, তার অনুপস্থান দেখেও যাত্রা করেছিলাম ; কিন্তু কাশীশ্বর বাবু অস্তঃপুর হইতে ইঠাৎ বহির্দেশে এলেন, তাঁর সেই আকর্ষণ লোচন ঈষৎ রক্তবর্ণ, আর জ্বলন্তিতে, আমার কেমন একটি চিরকাল আশঙ্কা হয়, দেখিবা মাত্র প্রস্থান করলাম ।

দর্প । তাঁকে দেখে তোমার ভয় কেন ?

শ্রাম । রামের নাম শুনে ভূত পালায় কেন ?

দর্প । তবে সকলই নিষ্ফল ?

১ কর্ম্ম । নিষ্ফল নয়—নদীর উপর সেই হেমান্দ্র বাবুর সুখের প্রমোদ ভবন জ্বালাদিসহ অধিকার করে এলাম—তা গোপনে গোপনে, কোন লোক জানতে পারে না, মহারাজ, এ ভূত ত !

দর্প । এক্ষণে প্রমোদ-ভবনের অবস্থা কেমন ?

বাচ । মহারাজ ! “লক্ষ্মীর ক্রী” আন্তরিক অবস্থার সহিত বাস্তবিক রূপ সদা সমভাবে পালন, সেই জন্য ক্রীত্রফ্ট উভয় অর্থেই সমান প্রয়োগ হয়ে থাকে । সেই যে উজ্জ্বলকুঠি, যার কান্তিতে নদী-নীর পর্য্যন্ত আলোক-বিশিষ্ট হত, যার চতুঃপার্শ্বে সুন্দর-কুসুম-পূর্ণ বৃক্ষ-শ্রেণী, কুঞ্জ-নতার শোভাতে সকলের মন আকৃষ্ট হত, সকল তরীকে একবার গতিরোধ করে দেখতে হত, সে সব এখন মলিন, নীরস হয়েছে ।

দর্প । সেই জলোপরে গোল কুঞ্জ-গৃহ ?

শ্যাম । সেই কুঞ্জ, মহারাজ ! যা একবার বন-ভোজ-  
নের সময় দেখে এ পর্য্যন্ত ভুলেন নাই, যার হরিত নব নব  
পল্লবগঠিত প্রাচীর, সকল ঋতুতে সমভাবে রস-পূর্ণ থাকত,  
যার স্তম্ভে সেই ব্রজ-লীলার পটশ্রেণী নয়ন শীতল করত ;  
যার মধ্যে সেই একটি চিত্র,—এক দিকে ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মধ্যে  
ময়ূর নৃত্যশালী, অন্য পাশে ব্রজ-রাজ-কন্যা স্বহস্ত-ন্যস্ত-  
বন-মালা হস্তে অগ্রসর, যার ললিত জয়ুগল, ললিল-মগ্ন-  
পদ্ম-পর্ণবৎ-আয়ত আঁখি যেন নিম্নে বন্ধের কোন ভারে  
অবনত, সেই বন্ধ-যুগল, নীলাম্বর উৎপীড়নে যেন শ্যামমুখ,  
শ্যাম বন্ধ লগ্নে উদ্যত, সেই উন্নত স্তম্ভ-শির, ক্রমান্বয়ে  
ক্ষীণ-কলেবর চিকণ-বস্ত্রাবৃত মগ্নধের তাম্বু-যুগল-স্বরূপ  
অঙ্কিত বিকচ কুচ-দ্বয়, সেই পটটি বাহা বৈকুণ্ঠবাসী  
শাস্তি বাবু রাজস্থান হতে চয়ন করে এনেছিলেন, যার  
চিত্রিত তক-শাখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখিগুলি ভ্রমে বসতে চেষ্টা  
পেত, সেই আরসীমালা যার গর্ভে ভৃঙ্গগণ আপন আপন  
ছায়ার সহিত উড়ে উড়ে দ্বন্দ্ব করত, সেই সারি সারি রন্ধের  
কাঁচি, স্তম্ভ বেষ্টিত মমের পাতা, মমের মালা, সকল জর্জরিত  
হয়েছে, লতা পাতার কারিকুরি কমনে কুটি-কুটি হয়েছে,  
অলঙ্কারের গ্রন্থ একবারে খসেছে । মহারাজ ! কেবল ঠাট  
খানি দাঁড়িয়ে আছে, তাও ঝড়ে কড় পাতলেই হয় ।

দর্প । আহা ! অস্পাদিনের মধ্যে এত পরিবর্তন !  
সামান্য সামান্য কারণে এমন গুরুতর ঘটনা !

১ কর্মচারী । “ষাদৃশ ভাবনা তাদৃশ সিদ্ধি ।” “ঠাকুর

ভাল ককন" কর্মের ত ফলভোগ করতে হবে, গুণকজনের বাক্য অবহেলা! সে কুঞ্জ-গৃহে যুগের পর্য্যন্ত বাস হয়েছে।

শ্যাম। আর তোমারও পদার্পণ হয়েছে।

১ কর্মচারী। তা যা বল, আমি শত্রুর শেষ রাখিনা; দুঃখের মধ্যে এই, যে হেমবাবুর তত অলঙ্কার, হার, অঙ্গুরীয় তার কিছুমাত্র হস্তগত হল না, বোধ হয় কাশীশ্বরবাবু পূর্বে হস্তান্তর করেছেন।

শ্যাম। এ মিথ্যা আরোপ কর না, কাশীবাবুর দোষ থাকলে থাকতে পারে, সংসারে কার নাই? কিন্তু শত হীন-দশা হলেও তিনি হেমবাবুর দ্রব্যে হস্ত দেবেন একথা বিশ্বাস করি না।

১ কর্ম। রাখুন আপনার কাশী-মাহাত্ম্য, আমি যা দেখলাম শুনুন।

শ্যাম। তবে "উচ্ছব-গীতা" শুনা যাক—উবাচ।

১ কর্ম। রহস্য নয় প্রভু! যে সকল দ্রব্যের কথা শুন-তাম, তার শত অংশের এক অংশও দেখলাম না।

বাচস্পতি। কমলা চঞ্চলা হলে আর তাঁর দ্রব্য থাকে?

শ্যাম। যখন আসেন তখন আসে, যখন যান তখন যায়।

বরিবার জলবিন্দু সম, ধনাগম,

এই ত আকাশ শূন্য, শূন্যময় ভাব,

ধর করপুঞ্জ, কতু তপ্ত তাপরূপী

নয়ন পীড়ক মরীচিকা ভরা; কোথা হতে

কণেক অন্তরে, বিন্দু বিন্দু বারিবৃন্দ,

সরস সলিল রাশি, প্রচুর নির্ঝরে

ঝরে নিধুধারে শুষ্ক মহী-তলে,  
 বিস্তারিতে শুষ্ক অঙ্গে সুন্দর যৌবন—  
 প্রাচুর্য্য বর্দ্ধিতে তার, নব শস্যদলে  
 শোভিতে উরস তার প্রফুল্ল কমলে।  
 আবার শরদ শেষে শুকায় সে ভূষা,  
 খসে সে কমলরাশি নীরস আকারে,  
 কে জানে কেমনে যায়,—কোথায় বা যায়—  
 রাশি রাশি জল, চাক জলাশয় শোভা,  
 সুগন্ধ, সুসজ্জাহীন শুষ্ক পুনঃ মহী।  
 প্রকৃতির এই রীতি, যুগে যুগে যাগে  
 ঘুরায় জগতে যেন চঞ্চলার চাকে।

১ কর্ম্ম। রাখুন আপনার চাক—আপনার চঞ্চলা। ও  
 কাষের কথা নয়। ঘোলে শিক্ষাধারী ছাত্রদের শিক্ষা দিবার,  
 আঞ্জের সভাতে ব্যাখ্যা করবার কথা! একটি কথা স্মরণ  
 করে দিই—ঋণের শেষ, পীড়ার শেষ, শত্রুর শেষ কখন  
 রাখতে নাই।

[প্রস্থান।

( পত্রহস্তে গদার প্রবেশ। )

দর্প। ( সুরনাথের পত্র পাঠ ) “ হিন্দুসৈন্যের অনু-  
 রোধে উভয় পক্ষ পূজার সময় রণে ক্ষান্ত হওন সংবাদ  
 পূর্বে লিখিয়াছি. গত রাত্রে অবিশ্বাসী পাঠান, হঠাৎ  
 রাজা দলপতি সিংহের শিবির আক্রমণ করে, আমার  
 দলের সহিত যুদ্ধে বীর-সা পরাস্ত হয়ে প্রস্থান করিতে  
 ছ



ବାଧ୍ୟ ହସ୍ତ, ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ଅଧ୍ବଦଳ ସହ ଧାବମାନ ହইয়া ଗଞ୍ଜ କାର୍ଟରାର ନିକଟ ହইତେ ସମୁଦ୍ରାଘେ ଆସିଯାଇଛି । ଏକ୍ଷଣେ ସମସ୍ତ ନିକହେଗ, ରାଜପୋତ ପିୟାରା ବେନୁତେ ଏଧାନ ହইତେ ଯୁର-ସଦଗଞ୍ଜ ପାର ଚଣ୍ଡୀତଳା ମୌଛିବ । ପରେ ବାଟୀଗମନ ।” ନୌକା ପଥେ, ତାତେ ଝଡ଼େର ସନ୍ତାବନା ।

ଗଦା । ବଳି ହେ ରାଧା ରାଗି ! ରାଜସଂସାରେ ସକଳ ମୁଖ ହକ—ତା ଏକ ଏକଟି ଭାବନା କୋଥା ଥେକେ ଆସେ—କୁମାରୀଦେବୀ ଏ କଥା ଶୁନଲେ ବଡ଼ ଅମୁଖୀ ହବେନ । କହେ କବି କାଳିଦାସ—

“ ଅତିବଡ଼ ସରଗୀ ନା ପାୟ ସର  
ଅତି ବଡ଼ ମୁନ୍ଦରୀ ନା ପାୟ ବର ।”

ଦର୍ପ । ଚୁପ ରାଓ ଛୁଟି । ତୋର ଏ କଥା କେନ ?

ଗଦା । ମହାରାଜ ! ରାମଗନ୍ଧା, ଆମାର ସତ୍ୟ ବଞ୍ଜେଓ ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ବଞ୍ଜେଓ ସତ୍ୟ,—ସେମନ ଶୁନି, ତେମନ ବଳି ।——

ବାଚ । ଏଧନ ଯୁଦ୍ଧସମାପ୍ତିର ସହିତ ସକଳ ଭରମା ସମାପ୍ତ ହଲ, ଅର୍ଜ୍ଜୁନଦୟ ଯୋଗ ଆଗତ—ମହାଶୟେର ଆଦେଶମତ ଏକବାର ଯଗନ୍ନାଥାନେ ଯାତ୍ରା କରି । (ସ୍ବଗତ) ଗତିକ ମନ୍ଦ, ଏଧନ ମୁରନାଥ ବାବୁର ଜୟ—ତାର ଅନୁସରଣଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

[ପ୍ରସ୍ଥାନ ।

ସ୍ତ୍ରୀମ । ରଣବୀର ଯାତ୍ରା କରବାର ପୂର୍ବେଇ ଆମାର ତାର ନଈ ହତେ ହବେ—କାର ଭାଲ, କାର ମନ୍ଦ ।

[ପ୍ରସ୍ଥାନ ।

ଦର୍ପ । (ସ୍ବଗତ) ଏହିତ ନିୟମ ଚିର ! କେହ ଚଢ଼େ, ପଢ଼େ  
କେହ ପାଶେ, କେହ ଧଳ ଧଳ ହାସେ ଦୂରେ,

কেহ হামাগুড়ু দেয় ভবের বাজারে ।  
 কেহ শাস্তি-নিকেতনে সুখের আশ্রয়ে  
 বিনা উপাসনা, লভে সৌভাগ্য সুন্দরী,  
 না জানে আশার ছলা, চিন্তা চক্ৰমকি ।  
 কেহ, ভব-নদী তীরে যত্নে তরী করি  
 টানার্টানি, গলদ্বর্ষে যায় গুণ ধরি  
 উজান বহিয়া দিবারাতি, কাদা কাঁটা  
 লতা ভাঙ্গি, জীবন নীরের স্রোত কাটি,  
 চলে, যথা দেখা যায়, লক্ষ্মীর বন্দরে  
 ভাণ্ডার, প্রচুর জ্বলে বিভব-প্রভায় ।  
 হঠাৎ উঠিয়ে ঝড় ছন্ন করে গুণ,  
 সন্ধে সন্ধে ভাসায় হড়কা হড়হড়ি,  
 যথায় আরম্ভ গতি তথা পুনঃ তরী—  
 লাভ মাত্র ছন্ন ডোর ধরে টানা টানি ॥  
 কত প্রিয় অভিপ্রায় বিফল চেষ্টায়,  
 সুযোগে যে যার যোগ্য ভাগ্যেতে মিলায় ।

[প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্তাঙ্ক ।



স্থান—দর্পনাথের অন্তঃপুর।

(অভয়া ও দর্পনাথের প্রবেশ।)

অভ। কয় দিন থেকে তোমায় বিষম দেখছি, একবারে  
 যেন সংসারত্যাগী—কথাবার্তা রহিত ।

দর্প। স্ত্রীলোক, কি জানবে, আমার বা ভাবতে হতেছে, আমিই জানি।

অভ। পুরুষের সংসারের চিন্তা সত্য, কিন্তু শূন্যে দাও, স্ত্রীলোক বলে এত হতশ্রদ্ধা? ভগবান ত আমাদের শূন্যে কর্ণ দিয়েছেন।

দর্প। কি শূন্যে, কটি কথা বলব, নানা চিন্তা।

অভ। কার দোষ দিব?

সন্ধিদ্ধ মনের দশা এই, স্থির চিন্তে  
যে কার্য্য করিতে হয় কর; পাপ, হত্যা,  
কলঙ্ক বা শোণিত-প্রবাহ, তুচ্ছ ভাবি  
মনে, উদ্দেশ্য সুদৃঢ় সাধেই যতনে।

ডরিলে অধর্ম্মে মর্ত্যে গৌরবকে পেত?

সিহরিলে রক্তশ্রোতে জয়ী যোদ্ধা হত?

দর্প। আমার কি জয় না হবে-জয় হতেই হবে—

অভ। একথা শূন্যে ভাল।

দর্প। আর কি? যে কথা সেই কায।

অভ। বেদব্যাসের বচন, তাই বচন লিখে মুখ চুচ্চুড়—

দর্প। না গো, মুখ শুষ্ক হবার কারণ আছে? কেবল  
ক্ষণ-শাস্তি ভোগ আশায় নয়, রণবীর বধার্থ যুদ্ধে জয়ী  
হয়ে প্রত্যাগমন করতেছেন।

অভ। হায় কপাল! (স্বগত) ঔষধ সেবনের প্রতি  
আমার দৃষ্টি রাখা উচিত।

দর্প। আমার রণবীরের আহ্বান জন্য প্রস্তুত হওয়া  
উচিত, সুকুমারকে চণ্ডীতলার ঘাট পর্য্যন্ত অগ্রসর করি,

তথা হইতে যথোচিত সমারোহে ক্লান্ত রণবীরকে গৃহে আনিবেন ।

[ প্রস্থান ।

অভয়া । আর কি উপায় নাই ! কোথা সেই ছুরাওয়া হেমান্ন ! যদি একবার নিযুক্ত পত্র তাহার সাক্ষাতে হবার কথা স্বীকার হত, সকল আশা সফলও হত, আমিত অবশ্যই রাজমাতা হতাম ; সে লম্পটের নাশই যুক্তি, সে ত অনেক কথা জানে, সে ত প্রশ্নান করেছে, না জানি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই বা গেল, রণবীরকে সকল কথাই বা জ্ঞাত করে দিলে তাহার প্রতিপত্তির মূলচ্ছেদ করা উচিত ।

[ প্রস্থান ।



## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম গর্তাঙ্ক ।

স্থান—রাজবাটী, অন্তঃপুর ।

( রাজবালার প্রবেশ । )

রাজ । প্রাতঃকালে যতক্ষণ এই পক্ষি-নিচয়ের মধ্যে থাকি, দিব্য আনন্দ বোধ হয় । সকল পক্ষীগুলি নবমূর্ত্যাকিরণে কেমন ক্রীড়াতে মত্ত হয়েছে । কেবল প্রিয় শুককে দেখছি না কেন ? পরিচারিকা কি তাকে গৃহ হতে আনতে ভুলেছে ?

( স্বর্ণলতার প্রবেশ । )

স্বর্ণ । বেস ! যেন উভয়ে এক পরামর্শে একবারে-গাত্রোদ্ধান করে, পক্ষী-শালে এসেছি । এক কারণে কি পৃথক কার্য্য হয় ?

রাজ । ভূমিকার প্রয়োজন নাই, এত চঞ্চল কেন সখি ! তোমার মুখ দেখে আমার বুক কাঁপছে । কোন অমঙ্গল চিহ্ন দেখছি, বল সখি শীঘ্র ।

স্বর্ণ । দেবি ! এ কি ? বায়ুস্থানে চমকিলে কি হবে ? আর কি কেহ ভালবাসে না ? আপনার মুখ এত রাদা হল কেন ? সকল অঙ্কের রঙ ঘন হয়ে যেন ঐ স্থানে এলো ।

রাজ ! কপাল যেন বিদীর্ণ হলো, আরও বৃদ্ধি হবে, সখি,  
শীঘ্র কহ কিছু সংবাদ এসেছে কি ?

স্বর্ণ। তা বলতে পারি না।

রাজ : তবে কি? কি জ্বালা, তবে কি জ্বালাতে এলে?

স্বর্ণ। (স্বগত) শুকের সংবাদ থাকল।

জ্বালা নয় সুস্থি, আমি ব্যস্ত হয়ে এসেছি, লক্ষ্মীঠাকুরাণী  
এই অর্দ্ধোদয় যোগে ত্রিবেণী যাত্রা করবেন, সপ্ত-  
গ্রামের রাজবাটী হয়ে যাবেন, পত্র দিবে ত ত্বর। কখন, সেই  
পত্রখানি দেন, ঘরমুখে পথমধ্যে ক্রান্তবীরের সাস্তুনা স্মরণ  
উভয় হবে ।

( লক্ষ্মণীর প্রবেশ । )

লক্ষ্মী । দেরি হতেছে । এদিকে রাঙা মুখ ক্রমে প্রখর  
হতেছেন ।

রাজ ও স্বর্ণের প্রস্থান।

নেপথ্যে। পরি? প্রাতঃকালে আর অমঙ্গল সংবাদ  
শুনিওনা, ভাল শুকপাখী আনিয়ে দিব।

(অভয়ার প্রবেশ।)

অভয়া । ঠাকুর, তুমি যে অতি পরিস্কার হয়ে বেরিয়েছ ?  
সুন্দর দেখিয়েছে ।

লক্ষ্মী ।      লেপিলে মাজিলে বর,  
পরিলে সাজিলে বর ।

অভয়া । উপমা ছাড়া কথা নাই, তা, মুখে যা বলি  
অন্তরে তোমায় বথার্থ ভালবাসি । গন্ধান্ধানে যাবে, পথের  
সম্মল কিক্তি লও । (মুদ্রাপ্রেরণ ।)

(অভয়ার দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। এই দুইখানি পত্র লয়ে যাও, একখানি কুমারী দেবী আর একখানি—

অভয়া। তা, আর অধিক বলতে হবে না, ঠাক্কণ সাব-  
ধানে লয়ে যাবেন—

[ লক্ষ্মী ও দাসীর প্রস্থান।

( স্বগত ) বিরোধের একমাত্র জীবিত কারণ,

এককন্যা রাজবালা, সম্ভোগ কাননে

যেন বিবধরতক—সকলের ভাগী ;

সম্ভন্দ কুমুমে জাগে এক উষ্ণ কীট,

বিরাম শয্যার বালী অন্তঃ স্নেহে, শূল।

অন্তর্হিত হলে তাহা, স্নকুমার মম

জীতাংশের অধিকারী, এ রাজ্যের প্রভু !

[ প্রস্থান।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।



স্থান—রাজবালার শরণাগার। কাল—নিশা।

( রাজবালার ও পরিচারিকার প্রবেশ। )

রাজ। দিল্লিছিল বিষ তবে কেহ কি আমায় ?

পরি। ঠাকুরানি ! আছে তার, দুইকথা আর ?

রাজ। কেমনে মরিল শুক মোর—

পরি ।

সে ঔষধ,

কে জানিত বিষ ? কোঁটাহতে দিয়াছিহু

তারে অহিফেণ ভ্রমে ।

রাজ ।

কি সুখ এ গৃহে ?

পরি । বিহঙ্গী শিশুর যেন সাপিনীর গ্রাসে ।

রাজ । আছে কি উপায় ?

পরি ।

দেবি ! আজ্ঞা দিলে যায়

চণ্ডী-তলায়, সে সিদ্ধ বেদী হতে, লয়ে

আসি, গোপনে, তুরায়, অব্যর্থ ঔষধ,

ফলবতী হবে তাহে, এই ত সময় ;

খলের কুতন্ত্র ব্যর্থ করিব নিশ্চয় ।

রাজ । ঔষধে কি ফল হবে বিনে দরশনে ?

পরি । পীঠ দরশন, বেদী পরশন, সভ্য

প্রকরণ—কিন্তু তাহা তব সম্ভবে কেমনে ?

রাজ । কেননা সম্ভবে ? সেই স্থানে প্রাণনাথে

লভে, উভয়ে মিলিয়ে, দেখিব দেবীরে ॥

আসিবে নিশাতে এই, তরী চণ্ডী-তলে,

রাহু-চক্র হতে চল চাঁদের মণ্ডলে ।

পরি । কেমনে অবলা, দেবি ! এ সাহস তব ?

ভূতলে খসিয়ে যদি পড়ে কলানিধি,

কত লোক কত দিগে ধায়, কত দ্বন্দ্ব

হয় চারি পাশে, কহ, তার অংশভাগে ?

কে না তার অংশ চাহে, জ্বালো দিতে গৃহে ?

কিহা যদি রত্নাকর গুপ্ত রত্ন-চয়



ছড়িয়ে ফেলিয়ে দেয় মহীর উরসে,  
 লোভের কি আঁখি ক্রান্ত থাকে তা দেখিয়ে ?  
 ভাঙ্গা ভাঙ্গি, ক্ষয় লয়, হয় হাতে হাতে ।  
 তেমতি তোমার অঙ্গ নহে বহির্দেশে  
 পারিলে নিষাদ ছাড়ে যুগীরে ধরিতে ?

রাজ । কি সুখে রতন থাকে গুপ্ত খনি তলে ?  
 কি সুখে কুমুম ফুটে দূরে বনতলে ?  
 কি সুখে পাপিয়া স্বরে নির্জন কান্ডারে ?  
 কেন চাঁদ আলো করে তুষার-নির্ঝরে  
 নয়ন-বিহীন শিলাময় শৈল শিরে ?  
 স্নন্দরতা সৃষ্টি কেন, সম্ভোগী না হলে ?  
 নাহি মেঘ ? নাহি নিশা ? মোরে আবরিতে,  
 নাহি দৃঢ় মন মোর হেলাইতে ভয়,  
 নহে কি উদার প্রেম মোরে পাখা দিতে ?  
 চল তবে—

পরি । আপত্তে কি কায় ? দিই সাজ—  
 যে বসন সাজে দেবি ! পতির পালঙ্কে  
 বসন্ত নিশায়, কহ কি সুখ তাহার  
 হেমন্তে বিরহী যবে কম্পিত শীতলে ?  
 কোমলতা সাজে ভাল পতির নয়নে,  
 সাহসী পুরুষ ভঙ্গি অরিব সুমুখে ।  
 পর পুরুষের বেশ বসন উপরে  
 কত সজ্জা ত্যজেছেন প্রাণকান্ত তব,

( একটি বাজা খুলিয়া )

লও এ উফীষ শিরে, রাধিকা রাজার  
বেশে, চল, চমকিব রসিক রাখালে ॥ [ প্রস্থান ।

রাজ । ত্যজেছি সকল অলঙ্কার—লই কিছু  
এই কণ্ঠি গলে ( সদা প্রাণসম প্রিয় )  
শোভে যে ইহার মাঝে, নাথের মুরতি ।

( পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ । )

পরি । এ কে ? একি রাজ দিদি ? কিবা নাথ তাঁর ?  
কৈ ? তাঁর কি বন্ধ এত উন্নত দেখায় ?  
কৈ বা সেই নব লোমরাজি শ্মশ্রুদেশে ?  
কে জানে কাহারে দেখি, ঢুলি নিদ্রা ঘোরে ।

রাজ । কত নিশা হইল এখন ?

পরি । কানপেতে  
ছিলাম, ঘড়ির-গৃহ পাশে—ধর্ম-ঘড়ি  
বাজিল এখনি—যেন মহাকাল আসি  
মুদার লোহার লয়ে মারিল নির্দয়  
একাদশ ঘাত তেজে, নিশার উরসে  
জাগ্রত রাখিতে তারে স্বীয় কর্মে যেন ;  
খাটে রাত ভোর সেত মার খেয়ে খেয়ে ।

রাজ । কেহ কি আছে জাগ্রত ?

পরি । নিশা, আর

নিশার বাতাস ভিন্ন, নিদ্রিত সকলে ।

রাজ । এই ত সময় তবে চল ধীরে ধীরে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

০০০

স্থান—বিস্তীর্ণ প্রান্তর ।

( রাজবালা ও পরিচারিকার প্রবেশ । )

রাজ । কোথায় এলাম ! গৃহ ত্যজিয়ে প্রান্তরে ।  
 পরি । পঞ্চকোশ ব্যাপ্তি গ্রাম আশ্রয়বিহীন  
 “ চামুণ্ড-তলার মঠ ” এই, বাম পাশে  
 দেখুন ঐ স্থলকায় চণ্ডীর মন্দির,  
 দাঁড়ায়ে আঁধারে একা প্রহরী ভীষণ—  
 পাশে তার, নদী তটে, ছড়ান শ্মশানে  
 নরমুণ্ড, অস্থি-অংশ, অঙ্গার রাশির  
 শিরে, শ্বেত ফোটা ; রেখা, নিশার বসনে ।  
 কি গভীর নিশা ! মাংসাহারী শিবাচর্যো  
 ভয়ে যেন রয়েছে নীরব ; পূর্ণ-প্রায়  
 নদী-নীর, তামসী বসন ঘোর, করি  
 চির চির, দেখ, ধান্ন কল কল রবে ;  
 হাসিছে শমন যেন শব কুলে মিলে—

রাজ । কোথায় বাহকগণ ?

পরি । দেবালয় বামে  
 বৃদ্ধ বটতলে, শ্রান্তি হরে, নিদ্রা কোলে ।

রাজ । জাগাও সকলে ধীরে ধীরে—

পরি । মিষ্ট স্বরে

কর্তব্য-অবোধ জন, বশীভূত কবে ?

রাজ । কথা, স্থির হয়ে শুন, কহিছে কে যেন  
কানে কানে ।

পরি । কি শুনিব ? সুস্থির সকল,  
পত্রোপরে, শ্বাস ফেলে, অনিদ্রা পীড়িত  
বায়ু ছুলাইছে লঘু শাখে ।

রাজ । শুন পুনঃ—  
না লো সখি, প্রবেশিছে কর্ণে মোর, দূরে  
নর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত পঞ্চ পঞ্চ বাণী ।

পরি । মিলিয়ে কম্পনা ভয়ে করিছে ছলনা ।  
পুরাণ দ্বারের ছিদ্র, বটের কোটরে  
কিষ্কা, কেটে চলে বায়ু স্বন্ স্বন্ স্বন্,  
মন দিয়ে শুন—সব সুস্থির আবার ।

রাজ । নিস্তব্ধ নিষাড় মৃত্যু-মূর্ত্তি সম—কিবা  
ভয়ানক ! একি কাল কলেবর ! একি  
পুরাণ মণ্ডপস্থপ ? কিষ্কা ঘনীভূত  
আধারের চাপ ? স্থূল, ধ্বংস, গ্রন্থি-বদ্ধ  
স্তম্ভ শিরে লয়েছে কি ভার ; খিলানের  
ভরে যেন, কুঞ্চিত সবার অংশভাগ—  
কাল খিলানের তলে, আরো কাল, ছলে  
ওকি চর্মচর্চা, বাতুলির শ্রেণী ? মারে  
মধ্যে মধ্যে পরস্পর পক্ষ পট পটি—  
তলে ও স্বরিল স্বর কার ? যক্ষ্মাক্ত

কণ্ঠে, ভগ্ন কুন্ত ঘন ঘাতে যেন ; ঐত বেদী  
শোণিত-শোষক—কালে কালে নরবলি—

(প্রতিধ্বনি “নরবলি”)

কে কহিল কথা, ওলো! ধর যোরে—ডরি  
আপনি আপন স্বরে—চল লো সত্বরে।

(দুই জন দস্যুর প্রবেশ।)

১ম দম্পত্য : কে আছে হেথায় ? ( নিবৃত্ত )

২য় দম্পত্য ।                      কহ কে আছে হেথা-য়-

১ম্বর । অঙ্ককার—

১ম দম্ভা ।                      আর ও কে

১ম্বর । দক্ষিণ বাতাস ।

১ম দমু্য । কথা কহে কে'ও ?

পরি ।                      একানড়ি জুজুবুড়ি !

১ম দম্ভ্য । পড়ে বাড়ি ।

২য় দম্ব্য ।                      খায় রক্ত তবে ঘাড় মুড়ি ।

( অঙ্ককারে যক্ষির আঘাত । )

পরি। কে জানিত দস্যু এরা প্রাণ-হস্তারক ?

রাজ । শুদ্ধ ধর সখি, না হলে এখনি

আশার সমাপ্তি প্রাপ্তি হবে দম্মা-হাতে ।

পারি। এস য়োর কোলে দেবি, বসন ভিতরে,

কি আছে আমার আশা জাগ্রত সংসারে ?—

পুরাতন অস্থিচূর্ণ হক যক্ষি ঘাতে

কিষ্কি ধরি দম্ভ্য পায়ে তোমায় রক্ষিতে ।

রাজ । নৃশংস কালের যারা সাক্ষাৎ করণ  
বিনাশ জীবিকা যার, তার হৃদে দয়া ?  
বিষ হতে বেঁচে, দম্মাহন্তে হল শেষ,  
তুণ সহ মিশিবে কি শরীর প্রাপ্তরে ?  
কোথা আশা ! কোথা প্রেম ! কোথা প্রেমময় !

১ম দম্ম্য । আঁধারে কি ঝকে দেখি, ফণি-শিরে মণি ?  
সেই যে তারা খসিল, পড়িল এখানে ?  
শিশিরের বিন্দু একি দুর্কাদলে জ্বলে,  
বাঘের নয়ন কিম্বা রস-দীপাকারে ?  
যা হক জানিব আমি যক্ষির আঘাতে ।

২য় দম্ম্য । পশু, তারা, মণি, ফণি কে না চূর্ণ চোটে ?  
পরি । (ধীরে) তাই ত, কণ্ঠিতে রক্ত-জ্যোতি আলো করে ।  
রাজ । আবরি বসনে কিম্বা ছিন্ন করি করে (ছিন্ন করিয়া  
বক্ষঃতলে !)

থাক্ এ নাথের মূর্তি হৃদয়ের তলে  
অস্তঃশয্যা হল ভাল এমন সময়ে । (ধীরে)

(যক্ষির আঘাত ।)

পরি । হইল শ্মশান মোর থাকি এই স্থানে (যক্ষির  
আঘাত !)

রাজ । এই কি হইল শেষ প্রীতির সন্ধানে ?  
নাথের সজ্জায় তবে চলি অস্তঃপুরে,  
এও ত সান্ত্বনা ভাল মৃত্যুর সময়ে,  
মম সজ্জা দেখে মৃত্যু যেন ভুলে তারে  
বালায় লইয়া মরি রিফুভক করে ।

( যক্ষির আঘাত, নিস্তব্ধ । )

১ম দম্ভ্য । থাক্ তুই এই খানে মরে যদি ভাল—

২য় দম্ভ্য । না হলে ?

১ম দম্ভ্য । নদীর দহে নিক্ষেপ করিও ।

[ প্রথম দম্ভ্যর প্রস্থান ।

( রাজের তত্ত্বাবশে স্বপ্ন । )

স্বর । কেন এ প্রান্তরে তুমি ?

গম বন্ধ হতে তুমি

কিষ্ণ তৃণ-শয্যা ভাল,—একি তব সাধ ?

যাও প্রিয়ে ফিরে ঘরে,

দেখিবে মোরে সত্বরে,

বস্ত্রে বান্ধা স্বর্ণ হারা, একি পরমাদ ?

যাও যাও ফিরে গৃহে ।

রাজ । ( জাগ্রত ) একি শুনি নাদ ?

[ প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্তাক্ষ ।



স্থান ।—উল্লিখিত প্রান্তর, নদীর অপর কূলে, লতা জঙ্গলে ।

( পবন ও প্রথম দম্ভ্যর প্রবেশ । )

পবন । কেমন জাল গুড়ালে ?

১ম দম্ভ্য । আজ ভাই, “ বাম শিয়ালি ” করে বেরিয়ে-  
ছিলাম !

পবন ! তবে মাছি লাগে নাই ?

১ম দম্ভ্য । এমন ঘাটে কি যায় ? চক্ৰমকি ঝাড়—  
( মশাল হস্তে । )

পবন । জাল খুলি ( খুলিয়া ) হির-রে !

ঝিক্কে ফুল কাঁকুড় কাঁকুড় ! ( বগল বাত )

ঝিক্কে ফুল কাঁকুড় কাঁকুড় !

এ যে বড় বস্তা—

১ম দম্ভ্য । কবে ছট আনি ? কি মালই হাতে এসেছিল—  
অন্ধকারে গাছের ছায়াতে দুই তিন বাড়িতে কৰ্ম শেষ  
করলাম । একটি চোঁপালার কাছে দুটি লোক ধীরে ধীরে কথা  
কইতেছিল—আর কারেও দেখলাম না ।

পবন । বাম শিয়ালিই ত !

১ম দম্ভ্য । গাছের ছায়া হতে আনিলাম, সকল সাজ  
একে একে খুললাম, একটি যে মুক্তি দেখলাম, সে কি সুন্দরী  
কণে, না ঘোর বাবু, কিছু ঠিক হল না, যেন হিঙ্গুলে পুতুল ।  
দেখ, যখন আগুন হতে আঁকটি বের করলাম বোধ হল  
যেমন পদ্ম-কুঁড়ি টিপে চাল খেলাম ; সেই সিদ্ধমুখে যেন  
গোয়ালাদের ননির তালে হাত পড়েছিল তেমনি কোমল ।  
ভাই, এত দিন যে এ কাষ করতেছি, তা আঁধারে তার মুখের  
আভাস দেখে মায়া হল, মাইরি দাদা, তা মরে গেছে আর  
কি হবে, ফেলে দে চলে এলাম ।

পবন । থাম, ভাগ করি । ( আলো লইয়া ) ওরে মুখ্য  
কি করেচিস—চিরকালের অগ্নে জল দিলি, কি নিমক  
হারাম তুই ?



১ম দম্ভ্য। কি রে?

পবন। হায় হায় সর্বনাশ! আর কি কান্দে মাথা থাকবে, হাত কামড়ে মরি—দেখ্ দেখ্ এ সব সাজ আমি চিনি। সুরনাথ বাবুর যে চির অনুচর—এ পাগড়ি তাঁর—এ আঙ্গুটি তাঁর—এ চোগা তাঁর—হায়!

১ম দম্ভ্য। আমার বে বুক ছুঁদুর করে উঠল ভাই!

পবন। মরে গেছে?

১ম দম্ভ্য। আমার লাঠিতে কেঁ কবে বাঁচে?

পবন। কেহ তার সঙ্গে ছিল না?

১ম দম্ভ্য। জন প্রাণী না। যারা ছিল হইত প্রথম ডাক শুনে পালিয়েছে।

পবন। চল সেই খানে।

১ম দম্ভ্য। নদিতে যে ফেলে দিতে বলে এসেছি।

পবন। দউড় তবে—না হয় ডোঙ্গা বহে যা।

১ম দম্ভ্য। তুমি হাঁক মার—শীঘ্র তাল গাছে উঠ।

[প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্তাঙ্ক।



স্থান।—উল্লিখিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় দম্ভ্যর প্রবেশ।)

২য় দম্ভ্য। মনে করেছিলাম প্রাণপুরুষ বেরিয়েছে, তা নয়, শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম বুড়ি লড়েছে।

৩য় দম্ভ্য । কৰ্ম শেষ করে চলে গেলে হয় । অত সন্ধানে কাষ কি ভাই । আমি ক্ষুদ্রটিকে লই ( রাজবালাকে তুলিয়া নদী-তটে দণ্ডায়মান । )

২য় দম্ভ্য । বুড়িকে আমি তুলি । ( পরিকে লইয়া )

৩য় দম্ভ্য । ফুলের মত ! এত শোণার পুতুল ; কাঁড় বাঁশের তীর, বাটুলের গুলিওত এ হতে ভারী ; নদী পার করে ফেলতে পারি । এখন জলে শুয়গে, বাবু হয়, বাবুর কন্যা হয়, বাপের ঘর যাও, বা শশুর ঘরে যাও, ঐ খানে থাকগে, জলে জল, মাটিতে মাটি, মিশাও গে । ( রাজ-বালাকে নিক্ষেপ । )

( প্রথম দম্ভ্যর নদীতটে প্রবেশ । )

১ম দম্ভ্য । ( রাজবালাকে ধরিয়া ) ঠিক সময়ে এসেছি, ভাগ্যে ত বার হাতি লাফের চালে চলেছিলাম ! থাম, থাম, থাম মুখ্য, কোথা দহ, কোথা বালির উপরে ফেলেছিলি ? সকলে বোঝা ফেল—সদ্ধার আসছে ।

রাজ । ( স্বগত )

জীবন মৃত্যুর মাঝে, দম্ভ্য হস্ত দিল ?

বিপদ-তামসি কাল, বর্দ্ধিতে কি এল ?

( পবনবীর দীপহস্তে প্রবেশ । )

পরি । ( চক্ষু ঈষৎ মেলিয়া ) কারে দেখি, পবনা নয় ?—

বর্করে পবনা বীরে ! তোর কাণ্ড এই ?

রে, পোড়ার মুখ, ছার কপালে, পড়ুক

হুড় হুড়ে মাথে তোর—পারিস এখনো



ফিরেছে প্রকৃতি, কাল কান্দে মৃত্যু দেখে—  
তপ্ত অনুভাপে দম্ম্য, হরণ করিয়ে—  
কেন না ফিরিবে প্রাণ তব মৃত দেহে ?

( দম্ম্যদের প্রবেশ । )

পবন । কে তোরা ?

১ম দম্ম্য । বাদলা ।

২য় দম্ম্য । ঝোড়ে ।

৩য় দম্ম্য । পাহাড়ে ।

৪র্থ দম্ম্য । জাঙ্গালে ।

পবন । লয়ে আয় এখানে চোপালে—গোপনে কি  
চণ্ডি দরশনে হেথা, দেবীর গমন ?

[ দম্ম্যদের প্রস্থান ।

পরি । লইব ঔষধ—পরে ফিরে যাব ঘরে ।

রাজ । দেখি নাই অপর উপায় ।

পরি । প্রবেশিব

আবার কেমনে গৃহে আন্ধারে আন্ধারে !

পবন । আশ্চর্য্য কি তাহা বড় আমার সহায়ে ?

( দম্ম্যদের পুনঃ প্রবেশ । )

১ম দম্ম্য । পালকি অচল ।

২য় দম্ম্য । ভাঙ্গা হস্তদ্বয়—চারি পদ,

৩য় দম্ম্য । তারা হারা আঁখি—

৪র্থ দম্ম্য । কাঁচদ্বয় চূর্ণ পলে পল ।

১ম দম্ম্য । ছাউনি ত কুটি কুটি ।

২য় দম্ভ্য ।

উড়ে গেছে প্রাণপাখী ।

পবন । আচ্ছা—পারে যা । সিকদারের চোঁরি হতে এক  
খানি শীত্র তুলে লয়ে আয় । এখন শুকতারা উঠে নাই,  
ভোরে ভোরে রেখে আসা যাবে, কেহ জানবে না । কিন্তু  
যে যা লয়েছ রেখে যাও ।

১ম দম্ভ্য । আমি অণ্ডে যাই ।

[ ১ম দম্ভ্য ও অপর দম্ভ্যগণের প্রস্থান ।

রাজ । ( স্বগত ) কেমনে, ষাইব গৃহে পুনঃ, না জানি লো  
কি কলঙ্ক, সন্ধে সন্ধে ধাইবে তথায়,  
উত্তরি বিপদে এক, ভাবি কালে ভয়—  
কি উদ্দেশে আইলাম, কি উদ্দেশে যায়  
না ডুবি না ভাসি, হায় এই হল লাভ,  
প্রেমের তরঙ্গে পড়ে হাবু ডুবু সার !

( এক জন পদাতিক মশাল হস্তে প্রবেশ । )

পদা । রাম রাম !

পবন । কেরে ভাই ?

পদা । আমি—ঘনশ্যাম !

পবন । কোথা হতে ?

পদা । মারিয়ে পাঠানে, রণক্ষেত্রে জীতে ।

পবন । ভাল ভাল ভাল ! লাগাও ত কোলে কোল !

( আলিঙ্গন । )

তবে ভাই, সব ত সফল ?

পদা । “রণবীর সুরনাথ বাবুর জয়,” এই শব্দেতেই  
কোলাহল—

পবন । সকল কথা বল ।

পদা । অম্প বয়সে কি পৌকষ লাভ করলেন ভাই ।  
পরশু রাত্রে এতক্ষণ, একদিকে আমাদের স্মৃখে মলিন চাঁদ  
ডুবু ডুবু, পেছুদিকে শত শত আলো হস্তে পদাতিক,  
মধ্যে, ভাই ! রণবীর ঘোড়ার উপরে পাঠানকে আক্রমণ  
করলেন । প্রায় একলা একলা যুদ্ধ হয়ে গেল, প্রথমে যে বাবুর  
মুখটি যেন বাতীর আলোতে প্রতিমার গাল দুটি চিক চিক  
করছিল, তা অম্পকাল মধ্যে ধুলিসার পোয়ানের হাঁড়ির  
মত হয়ে উঠল, একবার পাঠানের তরবালে এমন হল, যে  
মাথা উড়ে যায়, কিন্তু ভাই, এক ভোজালির ঘাতেই তরবা-  
লের অর্ধেক একবারে ঠক করে রণবীর উড়িয়ে দিলেন, চারি  
দিকে আমরা ভাঙ্গা-হেতের-হাতে পাঠানকে ধৃত করি, সেই  
সময় এক বাতাসে কতকগুলি আলো নিমিয়ে গেল, চাঁদ ও  
প্রায় ডুবল, চাঁদের সঙ্গে পাঠান চাঁদও অন্ধকারে মগ্ন হলেন,  
চারিদিকে “রণবীর সুরনাথের জয়” শব্দ উঠল ।

পবন । পরে কি হল ?

পদা । পাঠানের সন্ধানে রাত গেল, ভোরের সময়  
রণ-বীর সাতগাঁয়ের রাজবাটীর দেউড়িতে পহুছিলেন ।  
সকল নগরবাসীরা উৎসবে মত্ত হল, রাজবাটীর চকে মেলা  
বসল, একে যোগের মেলা, তায় পূজার বাজার, তায় জয়ের  
উচ্ছব, বড় ধুম ! দোকানের শোভা ! লোকারণ্য ! হাতি  
এলো, ঘোড়া এল, সাহেব এল, মেম সাহেব এল, গাধা  
এল, দেড়ে এল, নেড়ে এল, বাবুরা এল, রাজ সভাত সেই  
খানেই হয়েছে । শ্যাম রাখালও সেই খানে উপস্থিত, কত

খেলা খেলছে, তা ভাই, এক এক বাবু দাড়ি রেখে, মুসলমানের মত হয়েছে চেনা যায় না । আমার লাভের মধ্যে এই টাকীটি ( নিম্নস্বরে ) বেমালুম কানাদ কেটে—লয়ে এসেছি ।

আর ভাই কাপড়ের কথা বলব কি ? খোঁটা মণিরাম যে, খালা ভরে কতকগুলি সাড়ী নজর লয়ে এল যেন চন্দ্র, সূর্য্য, গাথা, সাঞ্জ বেলা আকাশের মুখ, পরলে লোম পুড়ে যেতে পারে ; কিন্তু ভাই ফক্সবাহিনী, এক লাফের ওআস্তা ।

আবার শেট্‌বাবুরা রাজকুমারী দেবী খেলা করবেন বলে যে, কতকগুলি চাঁপাফুলের মত লম্বা হীরার কি পুতুল দিলে ভাই ! যেন জলে চাঁদের আলোকে চাপকরে কেটেছে, আহা !

পবন । তবে তুই বাবুকে ভাল করে দেখেচিস ?

পদা । একবার ? বার বার, কাল সকাল আমাদের ঘরে আসতে ঘোষণা দিয়ে যাত্রা করলেন । কি সাজল ভাই ! সেই রাজবাটার বড় দরজা হতে বরাবর গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত কেবল মঙ্গলধ্বনি । পথের দুই পাশে পূর্ণ কলসী আর ফুলের মালার শোভা । যখন বেনেপাড়ায় এলেন চারদিগ হতে ফুল চন্দন বৃষ্টি হতে লাগল, এক একটা পানের খিলিও ছিল, হুলু-হুলু শব্দ হল । জানালা খোলা হল, চখের সাধে দেখে নিলাম, যেন লক্ষ্মী সরস্বতী সব সারি সারি বসে গেল, কি চুল, কি রত্ন চক্কু, কি রঙ, যেন পাকা রঙা ভাই । আবার বাবুর তেমনি জরির জুত, কালাপেড়ে ধুতি, ঢাকাই চাদর যেন চাঁপাফুলে মাকড়সার জাল, আবার তেমনি কালো বঁকাচুল যেন দুর্গামায়ের ময়ূরে ছেলে । বাবু নৌকাতে বসলেন,

পালভরে নৌকা চলতে আরম্ভ হল, কত কত রঙ্গিন পতাকা  
থর থর করে কেঁপে চলল, আমরা এদিকে “ জয় জয় ” শব্দ  
করে প্রস্থান করলাম । আজ রাত্রেই রাজবাটী পৌঁছছবেন ।  
পরি । তবেত সত্য ঘরে যাওয়াই কর্তব্য ।

রাজ । ( স্বগত । )

বিধি লীলা করে, স্বপ্ন-দূতে কি প্রেরিল,  
নিশার আঁধার, ভাগ্যচক্র কি কাটিল ?  
শ্বেত ক্ষীণ রেখা যেন দেখি পূর্ব-দ্বারে,  
এই কি আশার মূর্তি বিপদের ভোরে ?

( দস্যুদলের পুনঃ প্রবেশ । )

১ম দস্যু । পালকি ত এল ।

পবন । চল, চল,

২য় দস্যু । কোথা বল ।

পবন । বুড় বটতলে ।

পদা । রাম রাম ! ঘনশ্যাম চলে ।

[ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দস্যু ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

পবন । সেই বুড়, ব্রাহ্মণ বলে যে পরিচয় দিয়ে, মা  
চণ্ডির পূজা করতে অস্বীকার হয়, তাকে ঐগাছে বেঁধে রেখেছি,  
এখন ছেড়ে দাওগে ।

[ প্রস্থান ।

বাচ । এ ঘোর আঁধারে বৃক্ষ-তলে নিতান্ত নিদ্রিত  
ছিলাম না—আলোর প্রভাবে সকল দেখেছি । আমি কে



জান? আমার এই অপমান? রাজবাটা হতে পদাতিক  
দল লয়ে একটি একটি করে কাল ধৃত করাব।

২য় দম্ভ্য। ওরে মাছি লাগলো।

লাঠির মুখে মাথা নাড়ে,  
লাগুক দাঁতে হাতে হাড়ে।

দম্ভ্যদল। উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে।

উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে!

উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে!

( বারম্বার যষ্টির আঘাত। )

বাচ। হায়! প্রাণাবশেষ হল—

৩য় দম্ভ্য। আহা! শত্রুর ক্ষয় হল—

৩য় দম্ভ্য। ফের একবার আলো জ্বেলে দেখি—ওরে  
আজ কি কুলগে যাত্রা—রাত্রি-প্রভাত হলে বাঁচি—এ  
যে রাজপুরোহিত রে।

২য় দম্ভ্য। সে পাখা-কাটা ছদলো বাছুড়—বাচি ঠাকুর!  
হিতে বিপরীত—আর জীবন্ত রাখা হয় না,—তা হলে  
রক্ষা নাই—মায়ের সম্মুখে লয়ে চল।

৩য় দম্ভ্য। লও মা রক্ত বস্ত্রা—বলি লও।

[ বাচম্পতির খণ্ড মস্তক লইয়া প্রস্থান। ]

## ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ।



স্থান—রাজপথে রক্তভলে ।

১ম দম্পত্য প্রবেশ ।

১ম দম্পত্য । বড়ত সদ্দার, সব “দেঁড়ে মুসে” লবেন, কাকেও আদা ভাগ দেবেন না । যেন সিংহের মামা ভল্লদাস । তা, উত্তম করেছি, এই কণ্ঠ আর চসমাটি নুকিয়ে রেখেছি এখন বিক্রয় করতে পারলে হয় । পূজার বাজার, অনেক লোকের গতায়াত, খুচর খুচরি করে দিয়ে দেব (ছিন্ন করিয়া) এ ছবিটি আর দুটি ফুল প্রথমে, এ চসমাটিও বেস ।-

( হেমাজের প্রবেশ । )

ওগো দাড়ি ঠাকুর, ঘরে গমন হতেছেন । দেখুন এছুটি কি ? কাল পথে কুড়িয়ে পেয়েছি বুড় সিদ্ধেশ্বরীর তলায় । কে বড় মানুষের মেয়ে হারিয়ে বেয়ে এতক্ষণ কান্দছেন, হয় ত কর্তার মুখ খাচ্ছেন ।

হেম । আমি সেই পথে পরশ এসেছি, তুই এত শীঘ্র কি করে এলি ?

১ম দম্পত্য । তা আমরা কষ্টপ্রাণি ঠাকুর, তোমার, আমার ? তা এগুলি আমার কি হবে, মশয় লও ।

হেম । সত্য কুড়িয়ে পেয়েছিস ?

দম্পত্য । মাইরি, তুমি ব্রাহ্মণ তোমার দিকি মশয়, ওল-

চণ্ডির দিকি, লয়ে ফেলুন, মা গোসাঞীকে সাজবে ভাল,  
চসমাও আপনার দাড়ির উপর ভাল দেখাবে ।

হেম । দে (মুদ্রা প্রদানানন্তর কণ্ঠের ভাগ প্রভৃতি গ্রহণ ।)

[ প্রস্থান ।

## সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।



স্থান—গঙ্গাতীর, কুদ্র গ্রামের প্রান্তর ।

সুরনাথ ও শ্যামের প্রবেশ ।

( প্রবল-বাত্যা )

সুর ।     পতিত তরঙ্গ পাশে, মৃত্তিকা শয্যায়  
হিলাম আরামে হায়, চেত হীন প্রায় ;  
জাগিয়া চমকে, গাত্র কাঁপিল সত্রাশে  
গভীর জল-রাহুর দাকণ নিশ্বাসে,  
আঁধারে ধরিয়ে উচ্ছে, কুটিল কণ্টক  
লতা-দলে, মরি বুঝি এবে, উঠে কুলে  
বজ্রাঘাতে ; তীক্ষ্ণতীরসম গাজ্রে ফুটে  
ক্ষিপ্ত শত ধারা ; হায় ! কি ধূর্ত পবন !  
কি লজ্জা দিতেছে প্রকৃতিরে, পত্র-সজ্জা  
তুলে, অঙ্গ নিয়ত আবৃত দেখায় সবারে,  
আলু থালু করে লতা-জটা, বনশিরে ।

শ্রাম । ছিন্ন ভিন্ন দেখ বস্ত্র, প্রভু, মম অঙ্গ  
উলঙ্গ, কি লজ্জা ! প্রায় প্রকৃতি যেমতি,  
তীক্ষ্ণ কাটা-হুলে ক্ষত করেছে শরীরে  
জলধারা গাত্রে ঝরে মিশিয়ে কধিরে ।  
এস হস্ত ধরি তব, নিক্ষেপিব জলে  
না হইলে, পুনঃ ঝড়ি ; বাধিতে সে বেগ  
প্রভু, পারিবেনা কভু । ( প্রবল-বাত্যা )  
কিন্তু ওকি শব্দ হল । এইযে নিকটে  
পড়িল ( সিংহরে ) একটি ইট, বাপ ! মোর মাথে ।

সুর । উড়েছে পাখাণ বুঝি ভগ্ন গৃহ ছিড়ে  
এস পাশে দেখ ঐ যে বসে ক্ষুজ্র কুঁড়ে,  
আশ্রয় লইব চল উহার ভিতরে ।

শ্রাম । ওযে পাতিয়াছে কড়, চাল দুটি দেখি  
পক্ষদ্বয় মিলে ভয়ে যেন পক্ষী শুয়ে ।

সুর । উঠিলে, উড়াবে যেন পক্ষচ্ছেদ করে ।

শ্রাম । মরিলাম হল এবে সংশয় জীবন ।  
ক্রোধভরে ঝোড় পক্ষী ঝড়ির উপরে  
মেরেছে কপালে পক্ষ-আঘাত সজোরে ।

সুর । ধর ও বৃহৎ পক্ষ আবার মস্তকে ।

শ্রাম । ঝোড়-ছাতা কব, যদি বেঁচে যায় ঘরে  
কিন্তু চলি দুরা করি চালির আশ্রয়ে ।

সুর ( আর্তনাদ । ) দেখি কার বাস, চালি মধ্যে আগে যাই ।

হেমাক্ষ । ( চালি-মধ্যে )

সুমাও অভাগা তোর কেহ ভাগী নাই ।

শ্রাম । এষে দেখি মহাশয় ভূতের আশ্রয় ;

বায়ু হতে ভূত আরো ভয়ঙ্কর নয় ?

হেম । এতকে সাহসী মোর তৃণ ছুতে আসে ?

সুর । করিব না হিংসা ।

হেম । মাত্র লম্বা হবে পাশে ?

শ্রাম । পালায়,—এ ভূতাত্মর ত্রিপ্রাস্তর মাঠে—

সুর । বাজিল বেঘারির চোট । ( অগ্রসর । )

হেম । বুঝি শির ফাটে

সুর । ভূত হও, প্রেত হও, যে হয় সে হয় ।

শ্রাম । ( স্বগত ) ঝড়ি হতে “ রামদাসে ” আরো করি ভয়,

সুর । ডরে যে হৃদয় ভূতে, এত সেই নয় !

হেম । হও ভাগী কথা কয়ে লাভ নাই আর,

হৃৎকম্প, মুখে কথা তবুত ভায়ার ।

শ্রাম । ভূত নয়, কোন ক্ষিপ্ত হবে মহাশয়,

হেম । ক্ষিপ্ত চিত ! মম পক্ষে নহে অসম্ভব,

আলয়, আরামহীন শ্রান্তি-সকাতর

একাকী এসেছি ত্যজি পিতা অবথর,

সে প্রিয়সী দূরে, যার স্মৃতি-জ্যোতি জাগে

এঘোর আঁধারে, হায় ! হৃদয়-আকাশে,

সেই মূর্তি, স্থির আঁখি পলকবিহীন

দেখিলাম বাহা, আহা ! বিদায় সময়ে

ফিরে ফিরে যত দূর চলিল নয়ন

তবু ক্ষীণ, তৃপ্তহীন শেষে ।

সুর ।

যেন শারী

দেখে শুকে, উড়ে যেতে, দূরের গগনে,  
পাখী অগ্রে, পরে তার বর্তুল আকৃতি,  
কাল কোটা, বিন্দু হয়ে, মিশে মেঘে শেষে—  
আমারও ত ঐ দশা তোমার যেমতি ।

হেম ।

এস, বস তবে, মম ভণ শয্যোপর,  
ভাগ্যদেবীকৃত এবে মম ভাগ্যধর,  
মহত ছিলেন যদি স্মরি মাত্র লাজ—  
এই ত ভাগ্যের খেলা, উঠা পড়া কাজ ।

শ্যাম ।

কিন্তু দেখ আলেয়ার আলো আসে দূরে,  
নিবে মুখ বুজে, পুনঃ জ্বালায় হাঁ করে ;  
ওগো মহাশয় মাঝে বসাত আমারে । (প্রবল ঝড়ি)

হেম ।

চালি উড়ে গেল,

সুর ।

বায়ু আশ্রয় হরিল,

কিবা মধ্য কিবা পাখ্য পূর্ণ ঘোর ঘন  
আধার প্রলেপে হায় ঢাকিল ভুবন ।  
হস্ত ধরাধরি করি চল ঐ জঙ্গলে ।

শ্যাম ।

আশ্রয় হইবে ভাল বনজন্তু গালে ! (বজ্রাঘাত)  
পড়িল ঐ বজ্র, যেন খেলে, যুরে যুরে,  
চেরা কেটে, খল বায়ু পড়া কাটি ধরে ।  
জঙ্গলও জ্বলিল ঐ দেখ দেবাঙনে ।

সুর ।

যে দেখে সে দেখ, আমি, থাকি এই স্থানে । (পতন)

হেম ।

রোগের বজ্রগা মাঝে, যেন অচেতন,  
সুনিদ্রা, অসহ্য শোকে ভুলায় যেমন

ক্ষণ মাত্র প্রকৃতিরে, তেমতি আমায়,  
 ভুলায়ে অকালে ভাগ্য ত্যজিবারে চায়,  
 ভাগ্য ক্রমে সঙ্গি, তব পতনে পতন । ( শয়ন )  
 শ্যাম । আমি অনুচর ত্যজি, কেমনে এখন ? ( শয়ন )

( দুজন মাল্লার মশাল হস্তে প্রবেশ । )

১ম মাল্লা । এক বস্তা কাপড় লাভ-সমস্ত রাজ কৰ্ম্মভোগ !  
 আরত কিছু ধরতে পারলাম না, ডুবানোকা সব তলিয়ে  
 গেছে ।

২য় মাল্লা । ঝড়ে মেরে দিলে, পিঠ চির চির হয়েছে  
 যেন গোমস্তা বাকি আদায় করছে-টিকি ধরে মারচে—

১ম মাল্লা । ওরে, এরা এখানে কে শুয়ে ?

২য় মাল্লা । সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী কন্যা,

১ম মাল্লা । না রে, ভাই সুন্দর পুরুষ দুটি, আহা ! যেন  
 আমি অক্ষণ শেলে পড়েছে ।

২য় মাল্লা । এখানে হুন্সমান গড়াগড়ি যাচ্ছেন !

১ম মাল্লা । এরা কে—? এমন যমক ভায় দুটি মরে  
 যাবে ?

২য় মাল্লা । ধর—কান্দেকর—ওদের মা গোসাক্ষীর  
 কত ভাবুচে ভাই । ( সুর ও হেমাঙ্গ জাগ্রত )

হেম । ওরে ভাতা মাল্লা, সহৃদয় তোর সম  
 হত দুই ঝড়ি কিম্বা যদি প্রভু মম  
 দেখিতে কি এই দশা মোর ? কোথা শয্যা  
 পালক কোমল, কোথা তুণ্ডে শয়ন ;

স্বদেশ গরু সুচারু বাস পরিতি্যাগী  
 ছিন্ন বস্ত্র সার, মলাময় বায়ুরও  
 অকচি ; সমল বারি, পয়ঃ বিনিময়ে ।  
 জানিতে দুঃখী না হলে, দুঃখীর যন্ত্রণা,  
 লক্ষ্মীমন্তু দেখে কভু পরের বেদনা ;  
 সুর । জানিলাম তায়, দুঃখ ভোগে, কতবেশি  
 দেন লক্ষ্মী লক্ষ্মীমন্তু হলে, আচ্ছাদন  
 পশুযোগ্য কারো হরে লয়ে ; দেখি এবে,  
 ধনী দুঃখী জনে, ভিন্নতাব যত, নহে  
 মানুষে পশুতে কভু, প্রভেদ সে মত ।  
 প্রাস আচ্ছাদন পশু স্বভাবত পায়,  
 নিরাশ্রয় দরিদ্রের কি আছে উপায় ?

শ্রাম । কিন্তু এ দিগে দেখুন, পূর্বদক্ষিণগগন পরি-  
 ষ্কার হল—নৌকা ? ঐ দূরে হাল পাল ভাঙ্গা ; আমাদের  
 দ্রব্যগুলি লয়ে এলে হত—একটি দ্রব্য ফেলে এসেছি ।

১ম মাল্লা । কিছু ভয় নাই—ঝড়ি থেমেছে—হাস্তে  
 হাস্তে যাওয়া যাবে ।

সুর । আর নৌকাতে যাইবার আবশ্যক নাই ।

১ম মাল্লা । বাবুরা তরাসে—

২য় মাল্লা । তরাসে বৈ কি ? ভয় কি মশয়, চাঁদও যে  
 উদয় হলেন ।

সুর । সঙ্গে তুমি এস—চল মাল্লা চল—

হেম । বিপদ সময়ে সম-দুঃখী সঙ্গ ভাল ।

সুর । নাম তব ?



হেম।

পুষ্পনাথ নাম, মহাশয়,

সেতার বাজিয়ে এবে হয় দিনকর।

দেব। সম্মুখে খেত কুটীর কার? যেন বৃহৎ রাজহংস  
জল পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ দুটি গোল খিলানতলে  
কাঁচের ফলক দুটি যেন মরালের চক্ষু ঘয়ের মত চন্দ্রকিরণে  
জাজ্বল্যমান।

হেম। ও সেই হতভাগ্য হেমান্ন বাবুর—

সুর। হতভাগ্য!—চল ঐ স্থানে আশ্রয় লওয়া যাক।



## চতুর্থ অঙ্ক ।



### প্রথম গভাক্ষ ।



স্থান—রাজবাটীর বহির্দেশে ।

### পরিচারিকার প্রবেশ ।

পরি । এতকাল রাজ সংসারে আছি, এমন মনঃপীড়া কখন পাই নাই । কোনও কর্মেত কখন নিন্দা নাই, বোধ হয় এতদিনে কলঙ্ক হল । হায় ! কেবল সে রত্নের সে স্বর্ণের জন্য ত কুমারীর মনঃপীড়া নাই, তার মধ্যে রণবীরের সেই শৈশব কালের মূর্তিটি ত প্রেমের আদি-চিহ্ন—তার নিতান্ত প্রীতিকর ছিল । উদ্ধারের কি উপায় হবে না ? কি বলে লোককেই শোক দিব ? তোরে যে কথা বলেছিলাম কি হল ?

( পবনের প্রবেশ । )

পবন । কি হবে, সে ভুঙ্কের কি আর দেখা হয়েছে ? হায় তার হাড়ে ভেলকি, সকল ফাঁকি, তার চক্রে পড়ে ধর্ম্ গর্ভদিয়ে যেই দশা সেই দশা—সেই “লেকড়াই” চণ্ডীর বেশ গেল না—দেখুন, তার কোথায় বাস ছিল কিছু জান্-তাম না । এল, একজায়গায় ঘর করলে তার, সঙ্গে কন্যাটির আবার বিয়ে দিলাম । হাতে চাঁদ দিলে—কথা কেমন মিষ্টি—রসে ভরা ঝিলেপি, সেই রসের পাকে পড়ে গালও

পুড়ে, চর্কন করতেও ছাড়লাম না, তেমনি মুখ পুড়িয়ে দে চলে গেল—নিমক হারাম, যবক্ষার! একবার পেতাম ত তোমার সাক্ষাতে দিদি তার মাথাটি চর্কনে পিয়ারা বিচে করেদিতাম।

পরি। এখন কিছু সন্ধান হল না?

পবন। কুমারীর দেবীর কাছে আমার অবহেলা আছে?—তঁার দয়া কি আমি কখন ভুলব? ছেলেবেলা যখন দিদি, কোলে করে নিয়ে যেতে আমিও সঙ্গে যেতাম, এখন সেই দেবতাদের মেয়ের মত মুখটি আমার মনে পড়ে। দিদি! কার্য আমি উদ্ধার করবো, তুমি ভাবনা করনা? দেবীর বাম পার্শ্বে সেই যে একটি চিহ্ন ছিল—সেই যে তোমরা দেখতে আর বলতে “দেবী রাজার গিন্নি, নাই রাজার মা হবে,” সেটি এখন আছে?—সেটি থাকলে আর ভাবনা কি, গেলই বা কণ্ঠি।—

পরি। ওরে সেটির নাম করতে নাই—দেখ এখনও এক একবার স্নানের সময়ে উকুদেশে দেখতে পাই, যেন জয়পুরী পাথরে আলতার পাতা, শুষ্ক মিহি বস্ত্রের মধ্যে দেখলে বোধ হয় যেন সোণার পাতে এক ফোটা তপ্ত গালা গোলে পড়েছে।—

পবন। হাঁ মাজের কলাপাতে রক্তচন্দন! আমার এখনও মনে আছে, হক, যেন সেই চিহ্নতেই দেবী রাজার মা হন—আমি এখন বিদায় হলাম যদি কণ্ঠি পায় আমাকেও পাবে, না হলে এদেশে আর মুখ দেখাব না, এই বিদায় শেষ বিদায়।

[প্রস্থান।

পরি । ছুট্ জেনেও তো ভাল না বেসে থাকতে পারি  
না, ওর গুণও তো অনেক—সময়ে সংকার্য্যও সাধন করে ।—

যে অন্তঃ গহ্বরে ভরে কুকার্য্যের মলে,  
কিন্মা ঘেরে যে রজনী তমোময় জালে,  
সৌন্দর্য্যের ভাগ তবু কিছু লিপ্ত তাহে,  
বিফল কাহারো সৃষ্টি এ জগতে নহে,  
কোন রোগ প্রতিহার করলো সেবিলে,  
কোন না কোন সময়ে সবে ফল ফলে ॥

[ প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

স্থান—রাজবালার গৃহ ।

( রাজবালা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ । )

রাজ । একি খেলা, খেল নাথ, অবলার সাথে,  
ফুলবাণ হান বক্ষে, আশার সঞ্চার  
দাও কাটি, হাত ধরি পালাও গিচ্ছলি,  
আবার হাসিয়া, মার স্মৃতি পাশে উঁকি-  
তবুত নিষ্ঠুর নাথ নাহি দেখা দেখি,  
খেল তুমি ভাগ্যে মোর কত লুকচুরি !  
বিরহ-প্রাচীর পাশে আমিও প্রয়ান  
করিয়া, সন্ধান হীন, আধারে লুকাব,  
প্রেমের খেলাতে চির 'হের' নাম দিব ।

স্বর্ণ । কত ভাবে, একে ভেবে, ভ্রমে মন তব,  
 সৰ্ব্ব-ত্যাগী নাম তাঁর কার্য্য মাত্র এক ?  
 সে যে ভোলা, দায়ে দেবি, তার মত তারে  
 দিনকত ভুলে থাকো সেই ভোলানাথে,  
 এতই বা ভাবাভাবি কেন সে ভোলারে ?

রাজ । যারে ভালবাসি সৈ,  
 পারি ভুলিবারে কৈ,  
 তৃপ্তি ? নাহি তার আশে,  
 চিন্তা ? ভ্রমে তার পাশে,  
 লজ্জা ? নাহি তার নামে,  
 ইচ্ছা ? বসি তার বামে,  
 পাপ ? কাপ মাত্র সখি, চুষিলে সে শ্যামে ।  
 মনে কত ভাবি সৈ,  
 এল, এল, বন্ধু ঐ  
 বায়ু, প্রতি স্বাসে আনে,  
 বার্তা বলে কানে কানে,  
 লভ সুখ, তার প্রতি পদক্ষেপ গুণে ।  
 কম্পে অমনি শরীরে  
 অঙ্গ, প্রত্যেক শিহরে,  
 মুদি, তরাসে নয়নে  
 ভাবি, হঠাৎ মিলনে  
 লজ্জাখেয়ে, একবারে হেরিব কেমনে ।  
 চেয়ে, মুহূর্ত্ত অন্তরে,  
 দেখি, বসে শূন্য ঘরে,

শ্বাস, ভুলেছে পবন,  
 মিথ্যা, চলন চালন,  
 একি জ্বালা, জাগরণে জ্বালায় স্বপ্নন !  
 মিথ্যা হল সব আশা,  
 মন, হল প্রাপ্তি বাসা,  
 অমৃত হইল বিব, প্রেম, প্রাণ-নাশা ।  
 ( পরিচারিকার প্রবেশ । )

পরি । এখানে দেবি, প্রাণনাশি করছেন, আমার প্রাণে  
 ফাঁসি হয়েছিল, ভয়ে মরেছিলাম ।

স্বর্ণ । এতক্ষণ কোথা ছিলে ?

পরি । আপনাদেরই কর্মে । শুনলাম লক্ষ্মী ঠাকুরণ  
 প্রত্যগত তাই ডমনি কে আগামি পাঠিয়ে দিলাম ।

স্বর্ণ । ডমনি গেছেত ?

পরি । সে কি যেতে চায়-পথে যে ভয় হয়েছে, সন্ধ্যার  
 পর কি লোকের আর গতায়ত থাকে ?

স্বর্ণ । কি ভয় ?

পরি । আমি কি জানতাম দেবি, ডমনি বলে তার  
 জানলাম, আজকাল নারায়নী নদীতে মাছ ধরে না কেন ?  
 কেহ কি সন্ধ্যা সকাল ভেসে করে যেতে পারে, একেত নদী-  
 কূলে শ্মশান-ভূমি, তার আজ কাল ভূত পূর্ণ হয়েছে, এইত  
 ভাঙের নদী, জল কানেকান বহে যেতেছে, তার উপর ঐস  
 পেড়ি, জেলে-ভূত এত ভুতমিও করছে ।

স্বর্ণ । সে কি লো ?

পরি । বলে মেছ-ডিজি বহে যায়, একবারে আট দশটি

দাঁড় খাটায়, সপ্ সপ্ করে মাথা-ঘুরণী জাল ফেলে । গায় চরতে গেলে ঠিক দুই প্রহর বেলা চোঁ চোঁ করে ছুদ ছুহে খায়, গোয়ালাদের ঘোল মুখনি ধরে আর ঘুরে না, আবার বলে সুন্দরী গোয়ালিনীকে কি কুস্বপন দেখিয়েছিল, তা ভুতের এত নৃত্য ছিল না, কেবল হেমান্ন বাবু ডুবে অবধি এই হয়েছে ।

রাজ । হেমান্ন বাবু ডুবেছে কি লো ?

পরি । চারিদিকে সকলে শুদ্ধ, সত্য কথা কি-এতদিন ফুটে ছিল, আজ ডমনির কাছে সব শুনলাম ।

রাজ । কি শুনলে ?

পরি । তা মিথ্যা নয় সেই ক্ষেপা পুণ্ড্রনাথ স্বচক্ষে দেখে ডমনিকে বলেছিল—সে স্ত্রীতে মাছ ধরছিল । হায় ! হতভাগ্য !

রাজ । তার পর ।

পরি । মাছ ধরেতেছিল-আলো আঁধারির সময়, দেখলে যে ঘোড়ার উপর হেমান্নবাবু কোথা হতে এসে সেই নবাবী শাঁকোতে উঠলেন, ঘোড়া নিচে জলের স্রোত দেখে কত রুদ্ধ করতে লাগল, যেমন হেমান্ন বাবু শিপকরে এক ঘা দিয়েছেন, অমনি সে কাল দুই ঘোড়া বাবুকে লয়ে সেই বন্যার তরঙ্গে ঝাঁপ দিলে, কত দূর জল উঠল; একবার জল ঘুরল, আবার যেমন তেমনি বহে যেতে লাগল ।

রাজ । সে কি লো ? হায়, হেমান্ন কি তবে নাই-তার বোয়ের কি দশা হবে ?

পরি । দশা ? দুর্দশা, চির-দুঃখিনী—

রাজ । আর কোন সন্ধান হল না ?

পরি । সন্ধান ? যেমন হেম বাবু জলে গেলেন, পুষ্পনাথ বলেছিল যেন বজ্রাঘাত হল, তার জলের স্রুত জলে থাকল, চক্ষুমুদে ভূমে পড়িল, একটুবাদে চেয়ে দেখলে কেহ কোথাও নাই, ভয়ে ভয়ে ঘরে এল, সেই ভয় রয়ে গেল বলে অপঘাত মৃত্যু রক্ষা আছে ?

স্বর্ণ । ডমনি স্বচক্ষে দেখেছিল ?

পরি । হাঁ গো-স্বচক্ষে, ঐ পুষ্পনাথের মুখে ।

রাজ । আর কেহ কিছু দেখেছিল ?

পরি । দেখে নাই ? সেই তালগেছে বাচি ভাচায়, একটি কি দেখে, ডমেদের ঘরে এসে পাড়েছিল, বলে মুখটি হেম বাবুর অবয়ব । কিন্তু তার তিন গুণ লম্বা, হাড়গুলি জিল জিল করছে, দাঁতগুলি পাঞ্জুরাগুলি সব গুণা যায়, সর্কান্দে পোকা লিড় বিড় করতেছে, একহাতে মাছের ঠেকা, এক হাতের হাড়ের আঙ্গল সেই সাঁকোর উপর রেখে তাল-গাছের মত দাড়িয়ে রয়েছে । ( বারাণ্ডার দ্বারে ঠক ঠক । )

স্বর্ণ । কিসের ঠক ঠক ? আমার সঙ্গে চল ।

পরি । কি কপাল, আমি সঙ্গে যাব ।

[প্রস্থান ।

( লক্ষ্মী ঠাকুরাণির প্রবেশ । )

রাজ । একে এলে, লক্ষ্মী দিদি, কি সংবাদ লয়ে ?

শুভ বা অশুভ আমি প্রস্তুত উভয়ে ।

স্বর্ণ । এস এস দিদি, মোর আদরের ধন ।



লক্ষ্মী । আদর এ কাল মুখে ?

স্বর্ণ ।

একি ভ্রম তব,

ঋতুবরদূত, কাল কোকিল আসিলে  
হেয় কি কাননে তার, কাল বেশ কভু ?

লক্ষ্মী । পারিলে আনিতে বার্তা, পিকবর সম,  
আগমনী গেয়ে আগে, বসন্তে মিলালে  
আদর পশ্চাতে ; ভগ্ন দূতী ভগ্ন স্বরে  
বিরহ গাইলে, পারে কি আনন্দ দিতে  
বিরহিণী হৃদে, পারে আদৃত সে হতে ?  
বিকল চেষ্ঠার মান আছে কি জগতে ?

রাজ । কোথা প্রিয়তম মম ?

লক্ষ্মী ।

সুখ অব্বেষণে

রাজ । আমায় ত্যজিয়ে ?

লক্ষ্মী ।

তব মুখ চেয়ে ।

রাজ । বচনে রূপণ কেন কহ বিস্তারিয়ে ।

লক্ষ্মী । হিমের বায়ুর সম হিমাদ্রী প্রদেশে  
গেলাম. প্রেরিতে তাপ-প্রিয় বিহ্বলে  
দাক্ষিণ্য অর্টবী মাঝে—সুতাপের বাসে ;  
না পশিতে সে প্রদেশে, সে সুখী বিহগ  
ত্যজিয়ে এসেছে হেথা, ফিরিলাম শুনে,  
হেথাও কাণ্ডার শূন্য দেখি ত এখন,  
না জানি কাননে কোন, গেল সেই শুক ।  
হেমের বায়ুর কার্য সাধিছু প্রকৃত,  
গমন আমার যথা, প্রীতি হীন তথা ।

রাজ । আর নহে, স্থির হও, বিরহ অনল  
হৃদয় গিরীশ তলে, অন্তঃহৃদে গলে,  
তপ্ত দ্রবময় দেখে লোণা খার যেন  
জ্বালামুখি আঁখি দ্বারে ঝরে অনিবার,  
পুড়ুক তা ধীরে, কেন জ্বালাও আবার ।

(নেপথ্যে বাদ্য ।)

একি বাদ্য বাজিল, হৃদয়ভেদী স্বরে,  
কে যেন আমার দুঃখে পরিহাস করে ।

লক্ষ্মী । তা নয়, আজ পঞ্চমীনিশা, পূজার বাটীতে  
সঙ্গীত হতেছে—

স্বর্ণ । তাই একটি গীত শুনা গেল—

লক্ষ্মী । কি ঘর এটি, একদিকে দ্বার খুলিলে রাজ নিকে-  
তনের অটালিকার শোভায়, পূজার বাটীর সজ্জাতে নয়ন  
তৃপ্ত হয় ; আরদিকে সুন্দর কুসুম উদ্যান, ফলের সারি সারি  
গাছ, পদ্ম পুষ্প পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর সুদৃষ্টিতে মন পুলকিত  
হয় ; কেমন সাধু-পুরুষ এ সকল নির্মাণ করিয়েছিলেন, তেমন  
সাধু মহারাজা আর হবে?

( নেপথ্যে সঙ্গীত । )

স্বর-বিশিষ্ট—তাল আড়াঠেকা ।

“প্রেম করিলে, এমন হয়, গো হয়, স্নধু নয় তোমারি ।

সাধের পীরিতি করে, ভাল বেসে জলধরে,

পিপাসায় চাতকী মরে, বিনা বিন্দু বারি ;

এমন হয় গো হয় স্নধু নয় তোমারি ।

প্রেমপাগলিনী হয়ে, গোপনে যোঁবন দিয়ে,  
 ভ্রমে রাখালে সাধিয়ে রাখা রাজকুমারী,  
 এমন হয় গো হয় সুধু নয় তোমারি ॥

রাজ । সঙ্গীত শ্রবণে যদি প্রেম তৃপ্ত হয়,  
 স্মৃতির-আকাশে পুনঃ গত সুখোদয়,  
 শুনি, শুনি, পূর্ণ করি, শ্রবণ-কুহর,  
 যদবধি নাহি হয় বিদীর্ণ অন্তর ।

( বেতালে গীত ভঙ্গ । )

কিন্তু কেন ভঙ্গ হল সঙ্গীত বেতালে  
 নীরব কি হয় গীত দুঃখিনী শুনিলে ?  
 সুস্বর সঙ্গীত মিলে বাজিলে বাজনা,  
 পরশে অন্তর-তারে কত সুভাবনা,  
 সুখে সুখোদয়, স্নিদ্ধ শাস্তি দুঃখ কালে,  
 হারা সে প্রভাব গীত, আমার কপালে ?

( পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ । )

ভঙ্গ গীত কেন ? কহে মুখ ভঙ্গি তব  
 বার্তা কোন, জিহ্বা যাহা কহিতে বিরত ।

পরি । কি কহিব দেবি ! জিহ্বা কহিতে কি পারে !  
 অভিশাপ গ্রস্তে বোবা কেন না হইলু ?  
 কর্কশ কাকের কাণে হবে বার্তা মম,  
 গিরির গঙ্ঘার, ভগ্ন মন্দির গভীর,  
 চর্ম চর্টা, পেচকের রবে পূর্ণ যাহা,  
 শিহরে উঠিবে, কথা আমার শুনিলে,

শ্মশান ঘাটের ঘর কাঁপিবে চমকে—  
গত ঝড়ে জলমগ্ন হয়েছে তরণী,  
বার্তা পেয়ে কর্তা কান্দে ভগ্ন বাহুধারিণি !

রাজ । চকল চপলা দেখি, অগ্নি ছড়া ছড়ি,  
শৈল বিদারক বজ্র সহ তীক্ষ্ণ শত ছুরি  
ক্ষিপ্ত ঝড়-মুখে, বিক্লে লোম কূপে প্রতি —  
কান্দেনা নয়ন তবু কেন ? ( ভূমে পতন । )

স্বর্ণ । নির্ঝাণ নয়ননীরে, জল দাও শোকে  
নাহলে অন্তর-বহ্নি বিদারিবে বুকে ।  
পোড়া বিধি ! ভাল বাস ভাবিতে সদাশা ?  
মিষ্ট ফল হলে, অন্তঃ কীটে দাও বাসা,  
উক পোকা ছেড়ে দাও কমল ভিতরে,  
অসহ্য কি গ্লানি লাভ মিষ্ট কচি পরে !  
না জানি কত যে সুখ লভ মনে মনে,  
চাক রাজবালা সম অবলা পীড়নে,  
শিষ্টমতি চির বিষ তোমার নয়নে ?

লক্ষ্মী । জল দে, ও মা ! ও মা ! একে, এষে কনে-  
বধূ চেতনহীনা হয়ে পালঙ্কের পাশে শয়ন করেছে—এ কখন  
এ ঘরে এল ?

পরি । কে জানে দিদি, যখন হেম বাবুর বিপদের  
কথা কই তখন হবে ।

স্বর্ণ । হায়, ও যে ভ্রমে, এক কথার সন্ধানে,  
কোথা কে কি কহে, দূরে কান পেতে শুনে,

অকল্যাণ-চিহ্ন সদা দেখে জাগরণে,

অমঙ্গল বার্তা-স্বরে শিহরে স্বপনে।

সাবধান রোধ-হীন হলাম সকলে,

মৃত্যু-ছায়া আসিয়া কি উহারে আসিলে ?

লক্ষ্মী। ( জল সেচন ) দ্বার খুলে দিই, ধীরে ধীরে  
বায়ু-সঞ্চার হউক।

স্বর্ণ। ( বহির্দেশে দৃষ্টি )

রজনী হইল ঘোরা ; হামা দিয়ে ক্রমে

শশির পশ্চাতে, মেঘ, ধাইছে আসিতে

যথায় ঐ দেখ চাঁদ, মৃত্যু শয্যা মাঝে

মলিন আকাশে একা শয়নে রয়েছে।

কাল সম, কাল-পেঁচা উকু উকু ডাকে

কান্দে অমঙ্গল স্বরে শৃগাল প্রান্তরে ;

চমকে শাখায় মারে পাখ্য নাঁড়কাকে,

ঘুরিয়ে পবন, ঘন মাঝে মাঝে বহে

হাও হাও রবে, মক্ ভূমে, বা গহনে।

চাঁদের মরণে এরা হর্ষিত কি হল ?

অস্তঃশয্যা দেখে তারা কীর্তনে মাতিল ?

অথবা প্রকৃতি একবাক্যে বাড়াইছে

কাল অকল্যাণ ভয় আমাদের হৃদে ?

লক্ষ্মী। স্বভাবের ভাব যেন ক্রমে এই ভাবে

সুখাংশ সম্পদে, ঘোরা রজনী বিপদে।

রাজ। আহা ! এযে ভাল ছিলাম, আমার নিশ্চিন্ত  
ধাকতে দিবে না ?

পরিম । আহা, কেন এ নিদ্রা ভাঙ্গল, এতক্ষণ চিন্তা  
হীনা, স্বপ্ন হীনা হয়ে ছিলাম, কে শত্রু আমার জ্বালাতে  
জাগালে !

রাজ । মম পক্ষে অচেতন, আরাম এখন

সাড় হীন জড় হয়ে, মহীতে মিশিয়ে  
কুস্বপন তন্দ্রা-ভঙ্গ ভুলে, মাতৃ কোলে ।

পরিম । শোষণ কর গো মহী, মোরে এক বারে,  
মৃত ওষ্ঠ রাজা হক আমার কধিরে,  
সুন্দর ওষ্ঠে যেমন, চাপিলে চুষন ।

স্বর্ণ । যাও লয়ে কনে-বোঁয়ে আমার শয্যায়  
সম দুঃখ উভয়ের মিলিলে বাড়িবে,  
নদী-নীরে নদী মিশে প্লাবন যেমন ।

[ লক্ষ্মী ও পরিচারিকা পরিমালাকে লয়ে প্রস্থান ।

শয়ন কর দেবি, আমি এই খানে বসি ( রাজের শয়ন )  
এই পালকের পাখাটি হাতে লই-আহা তন্দ্রা এল, আমারও  
যে তন্দ্রা এল ( শয়ন নিস্তব্ধ ) ।

রাজ । এ কে দেখি, হস্তে ছুরি, রজ্জু লম্বা গলে,  
বিষবর্টা বান্ধা ও কি বসনের কোনে ?  
তারি-হীন খেত-সর্ব ফাঁকা আখি মিলি  
ফুলিয়ে পাটিতে গাল, দস্তে খিল পাতি,  
ঘুরে ঘুরে যায় ফিরে মনের মন্দিরে—  
আত্মহত্যা ? যাও চলে, এ মুরতি তব,  
অস্তুর জ্বালার কালে চাহি না দেখিতে :  
বাইব দাসীর বেশে এখুনি নির্জর্জনে,

নিশার স্নিগ্ধজলে ডুবিল গভীরে—  
 এক শ্বাস করে শেষ, জীবন জ্বলন। ( দ্বার খুলিয়ে। )  
 এষে কে দাঁড়ায়ে দেখি দুজন দুপাশে,  
 বাধিবে কি পথ কিম্বা যাবে মোর সাথে ?  
 সাধি কেন ? দৃঢ় মন সঙ্গী এবে মোর। ( অগ্রসর। )  
 স্বস্ত-ছায়া মাত্র এষে নিপতিত ভূমে  
 বাধি ভোর সুখ-ভারা স্নকোমল জ্যোতি,  
 ঐ যে বিস্তার স্বচ্ছ, খেঁত সারোবর,  
 না মিলিতে আঁখি, এক ঝাঁপে, এক শ্বাসে,  
 আমার উহার বক্ষে মিলাব নিমেষে—  
 চলি তবে—

একস্বর। ঝাঁপ দিতে পাবে ভয়, আগে ঢাকি আঁখি  
 ( বস্ত্রে নয়ন বাঁধিয়া। )

কোথা যাবে শুন শুন মরি নাই আমি।

রাজ। কে তুমি আকৃতি এলে বাসনা নাশিতে  
 ছায়া সম দিবা নিশা জয় পাশে পাশে।

স্বর্ণ। ( হস্ত ধরিয়া। )

ছায়া নহি দেবি ! তব সখী স্বর্ণলতা  
 এক বৃন্তে দুটি ফুল যেন যোড়া-দুল,  
 তুমি কি খসিবে আমি হাসিব শাখায় ?  
 এস এস শয্যাপাতি, শুইব দুজনে,  
 এক হৃদে গাথা, দুটি ফুল, একাসনে,  
 পচিব একত্রে, ধাবে এক চিন্তা কীট  
 কিম্বা হইব সঙ্গিনী তোমার সহিত।

রাজ । আমার সহিত সাধি ? সাধির বাল্য,  
পতিরে কেমনে সতী, করে প্রাণ দান  
বরং দেখিবে চল—

স্বর্ণ । চলি হাত ধরে ।

রাজ । অর্ধ চন্দ্রাকৃতি যথা বারাণ্ডা বেরিয়ে  
প্রাসাদের লোল জিহ্বা হুলে জলোপরে,  
তার অগ্রভাগে দাও দাঁড়াইতে মোরে—

স্বর্ণ । চল—

রাজ । এস, জলে পতি, জলে যাবে সতী,  
জলে জলে, ভেবে যেন লভে সতী পতি ।—  
আনিলে কোথায় ?

স্বর্ণ । নির্দেশিত স্থানে তব ।

রাজ । সময় কেমন ?

স্বর্ণ । সব নিশ্চল, স্থির,  
অর্ধেক কানন যেন মগ্ন দেখি জলে,  
অর্ধেক দাঁড়ায়ে আছে সরসীর কূলে,  
কিবা সত্য, ছায়া কিবা নয়ন বিহ্বলে,  
সব ঘোরঘোর, তারা একমাত্র জাগে  
দেখাতে প্রভেদ যেন আঁধারে আলোকে ।  
প্রকৃতি নিদ্রিত—চলে স্বন স্বন কেটে  
কালের বিশাল পাখা অসীম আকাশে ।  
রাজ । এইত সময় তবে কালেতে মিশাতে—  
কম ওহে ভগবন্ !

[ উল্লঙ্ঘনে পতন ও স্বর্ণের প্রস্থান ।



একি হল ? কাটিল না সরসীর জল,  
উর্ণা, তুলা হতে লঘু দেহ কি হইল,  
কিষা দুঃখ দেখে মোর মৃত্যুও ত্যজিল ?

( নয়ন বন্ধন খুলিয়া । )

যে শয্যাতে ছিনু শুয়ে, তথায় আবার  
কত খেলা খেল, ভাগ্য লইয়ে আমার;  
কোথা গেল স্বর্ণ ? একি স্বপ্নের ছলনা ?  
দেখিত আবার উষা মুচকি হাসিয়া  
তুলে দিননাথে, চখে আলোক ধরিয়া—  
আনন্দ সঙ্গীত বাজে ভবের বাজারে,  
ছিন্ন তন্ত্রি কিন্তু নম এক-তারা হৃদে—  
অস্তুহত জাগরণে স্বপন কুহক,  
তবুত ভাবনা ঘোর, হৃদয় গগনে  
সম ভাবে বসে এবে, না করি প্রভেদ  
না মানি প্রকৃতি রীতি দিবা কিবা নিশা—  
অবিচ্ছেদে চলে মোর অশেষ রজনী ।  
কোথায় সে দিন যবে ভাবনাবিহনে  
ভাবিতে কেমনে হয়, ভাবিতাম মনে ।

( স্বর্ণলতার পুনঃ প্রবেশ । )

কোথা ছিলে ? দেখিলাম স্বপন কেমন !  
যেন তুমি চক্ষু ঢাকি, হাত দুটি ধরে  
নিক্ষেপিলে মোরে ঐ সরসীর নীরে,  
সরসী হইল শয্যা, মিলিতে নয়ন—  
ভাবনা কম্পনা স্বপ্নে সংশয় জীবন ।

স্বর্ণ। প্রেমির প্রমত্ত মন প্রেমের বিকারে  
 কোথা যায়, কিবা দেখে, কে কহিতে পারে ?  
 মিলনে বিচ্ছেদ ভাবে, সোর অভিমানে,  
 হাতে ধন তবু মন সন্তোগ না জানে,  
 প্রীতি-হর্ষে ক্ষিপ্ত, কভু নয়নে নয়নে  
 দেখে যারে ভালবাসে, কম্পনা স্বপনে—  
 কিবা সত্য কিবা স্বপ্ন প্রভেদ না করে  
 ভারুকের ভাবে স্বপ্ন, সত্য ভাব ধরে।

[ প্রস্থান। ]

## তৃতীয় গর্তাক্ষ।

স্থান—হেমাজের-প্রমোদ ভবন।

( সুরনাথ ও হেমাজের প্রবেশ। )

সুর। এ প্রমোদ ভবনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন  
 দেখতেছি, সে ইন্দ্রালয় যেন ভূত-পুরী হয়েছে; প্রতি  
 বায়ুর শ্বাসে শত ভগ্ন দ্বারে কেবল ক্রন্দনের ধ্বনিতে কর্ণকুহর  
 পূর্ণ হতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ধ্বিগুলি যেন ইহার পদতলে  
 এসে শোকে গলিত হতেছে, আকাশে বাষ্পরাশি, চন্দ্র-  
 জ্যোতিঃ প্রতিরোধ করে এ ভবনকে স্পর্শ কর্তে বারণ কর-  
 তেছে, মধ্যে মধ্যে পেচককুলের ভয়ানক নিনাদ !

হেম। কর্তার শোকে যেন গৃহ আকুল হয়েছে, ভোগীনা থাকলে ভোজ্য বস্তুর অবস্থা এইরূপই হয়, হায় হেমাঙ্গ বাবু! দেশের মনে পীড়া দিয়ে গেছেন।

সুর। কি, কথ্য কি? হেমবাবু কি কালপ্রাপ্ত হয়েছেন?

হেম। তার মধ্যেই—তিনি নিকক্ষেণ, জনরবে যা কিছু শুনা যায়—হায়! তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা এই খানেই হল।

সুর। হায়! হেমাঙ্গের শেষে যে নির্মল বন্ধুত্বও শেষ হয়েছে।—

হেম। জনরবে যা শুনা যায়, যদি তা সত্য হয় তবে হেমাঙ্গবাবু সত্য বন্ধুত্ব জানতেন, বন্ধুত্ব অনুরোধে সকল বিষয় ত্যাগ করেগেছেন।

সুর। ব্যাপার কি?

হেম। মহাশয়! আমি বিদেশী, মহাশয়ের অলৌকিক প্রভুত্বশালী মূর্তি দেখে, আমার নিশ্চয় অনুমান হতেছে যে, কোন রাজপুরুষ হবেন; রাজপুরুষদের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করা কি নিরাপদ?

সুর। যদি সকল কথা সাহস পূর্বক ব্যক্ত হতো, তাহলে বোধ হয় সত্য অপ্রকাশ থাকত না, রাজপুরুষদেরও সুখ, মঙ্গল, উভয়ই বর্ধন হতো। আমি যে হই, আমাকে ভয় করে সত্য গোপন কর না।

হেম। এদেশে যে মহারাজ ছিলেন, পূর্বে তিনি উত্তরাধিকারীদের এক নিযুক্ত পত্র লিখে যান—এক কুমারী থাকতেও তিনি আপন ঞ্চালক পুত্রকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন, আর লিখে যান কুমারীর যদি সম্মান হয় তবে

পোষ্যপুত্র রাজ্যাধিকারী হবে না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ বিষয় পাবেন ।

সুর । এইরূপ আমিও প্রত্যাখ্যান করছি ।—

হেম । মহারাজের লোকান্তর পরে রাজ-জামাতা রণ-ক্ষেত্রে গমন করেন ; এই অবসরে যাঁহারা কর্তৃপক্ষ তাঁহারা রাজকুমারীকে এককালে নিরাশ করে পোষ্যকুমারকে রাজটিকা দিবার উপায় করিতেছিলেন—সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি কৃত্রিম নিযুক্ত পত্রের প্রকৃতার্থ নিশ্চয় জন্য হেমান্ন-বাবুকে দিল্লীখবরের সভায় প্রেরণের প্রস্তাব হয় ।

সুর । তুমি নিশ্চয় জান ?

হেম । আমার শোনা কথা—মিথ্যা চক্রে পদক্ষেপনের ভয়ে, বন্ধুত্বের বিকল্প কার্যের আশঙ্কায় হেমান্নবাবু দেশত্যাগী হয়েছেন ।—

সুর । হায় হেমান্ন ! প্রকৃত বন্ধুত্ব তুমিই জানতে ; আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে যে তোমার সমুচিত পুরস্কার দিতে সক্ষম হব ?

হেম । কি সহৃদয় পুরুষ ছিলেন, অনুদ্দেশ হবার প্রাক্কালে আমার কটি জব্ব দান করেন ।—

সুর । কি জব্ব দেখি ? মৃত বন্ধুর সামগ্রীও দেখলে মিশ্রিত শোকানন্দ লাভ হয় ।

হেম । এই পরচক্ষু ( চক্ষু হইতে চসমা খুলিয়া )

সুর । ( কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে ) ভোরগগন-তলে এস, ( চসমা দেখিয়া স্বগত ) এ আমার সেই চসমা-ত ? এই

আমার “চন্দ্র-চিহ্ন” কোথায় রেখে এসে ছিলাম, কোথা?—  
সেই চোগার থলিতে।

হেম। আর এই অলঙ্কারের অংশ (কণ্ঠির অংশ  
প্রদান।)

সুর। (স্বগত) এ কণ্ঠি কার? এইত আমার প্রতিমূর্তি—  
প্রণয়িনীর কণ্ঠের দ্রব্য বিদেশীর নিকট!—হেমান্ধই বা  
কেমন করে লাভ করেছিল? সত্য কি স্বপ্ন হতেও অভাবনীয়!

[কণ্ঠি প্রভৃতি লইয়া হেমান্ধের প্রস্থান।

(শ্যামের প্রবেশ।)

শ্যাম। মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হল, নিকটেগে  
ভগ্নতরি হতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য উদ্ধার হল, এই দুই খানি পত্র  
রণবীরের যাত্রার পরেই সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কে এক  
বুদ্ধা স্ত্রী দিয়ে যায়—আমি এখন অগ্রসর হই—রাজনিকে  
তনে মহাশয়ের নিরাপদের সংবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য।

[প্রস্থান।

সুরনাথ। (পত্র লইয়া।)

এক পত্র প্রিয়তমা-হস্তে দেখি লিখা,  
মধ্যে মধ্যে অশ্রু বিন্দু পাতে ভাসিয়েছে  
কালির লিখন; পারি যদি সুকোমল  
ওষ্ঠের তুলিকা দিয়ে তুলিব যতনে। (চুশ্বন)

(পত্রপাঠ।)—

“শরীর যৌবনরসে দিনে দিনে ভরে  
স্মরণ উথলে তাহে স্নান স্নান স্নরে,

এমন সময়ে তুমি কেন হে অন্তরে  
 তাজিলে কমলে, মধু পায় কি ভ্রমরে ?”  
 মিষ্টতর পদ্মমধু হতে বর্ণ প্রতি,  
 সে স্বাদে কি হতে পারে কখন অকটি  
 আবার চুষনে .করি স্নতপ্ত অন্তর । (চুষন)  
 দ্বিতীয় লিখন পড়ি করিয়ে যতন ।

(পত্রপাঠ)——“যৌবন কি দুঃসময় ? নারীর মন কি  
 অস্থির—প্রিয়রাজবালা অল্প দিন মধ্যে যে এমন কুপথ-  
 বর্তিনী হবে, কে স্বপ্নে জান্ত ? আমি স্বচক্ষে বা না দেখলে  
 তা বিশ্বাস কর্তাম ? গতকল্য ঘোর নিশাযোগে দেখি-  
 লাম, সেই লম্পট হেমান্ন, যাহাকে বোধ হয় তুমি বন্ধু  
 বলেই জান, রাজের-গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতে-  
 ছিল, আমি ডাকিলাম কোন উত্তর পেলাম না—পরে  
 তথ্যের আশঙ্কায় কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, কিছুই স্থির  
 হয় না । তোমার রাজের সঙ্গ ত্যাগ কি উচিত ?”

গরল পীষুষ এল উভয়ে মিশিয়ে ?  
 সুধা-ভ্রমে চুষিলাম এক পত্র লিখা,  
 দেখি যদি বিষ থাকে এই পত্রে মাখা,  
 চুষণে জীবন তাহে সাক্ষ হয় যেন । (চুষন)  
 খাই, খাই, যতক্ষণ জীবন না যায়— (চুষন)  
 একি বিষ ? খেয়ে হল বিকল শরীর  
 প্রতি অঙ্গ, প্রতি শিরা, কাঁপে থর থর,  
 প্রতি লোমকূপ হয় ! জ্বলিল জ্বলনে  
 দাঁড়াইল প্রতি লোম স্ফটিকা প্রমাণ,

অন্তঃ পায়ে ফুটে তপ্ত ফেনিল শোণিত ;  
 তথাপি বাহিরে যায় কেন না জীবন ?  
 বিদীর্ণ হইল বক্ষঃ এই—কৈ ? হল না ?  
 ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পুন কেন ষোড় খায় ?  
 কেন বা ফাটিবে বক্ষঃ মোর, পর পাপে,  
 সে যে পাপিয়সী, হবে তার দণ্ড তার ।

( পত্রপাঠ )

হায় নারি ! কেন তোরে বিধি গড়েছিল  
 মানব গৌরব চাঁদে কলঙ্ক লেপিতে ?  
 পাপিয়সী, কলঙ্কিনী তোর নাম হোক  
 দুর্বল দুর্গন্ধ সারে গড়া তুই যদি,  
 গঠন সময় কেন ভেঙ্গে না পড়িলি ?  
 নরকের মাটি তুই নরকে, থাকিলি ?  
 কিষা জীবনের ইচ্ছা যদি এত ছিল,  
 পিশাচী, পশুর মূর্তি কেন না ধরিলি ?  
 দেববৎ স্ত্রী ধরিয়ে, পাতিয়াছ ফাঁদ  
 কাম-তৃপ্তি পান্না মাত্র মোহিনীর ছাঁদ !

( পত্রপাঠ )

ঘোর নিশা ? পাপের নারীর বন্ধুচির,  
 কি পাপ জগতে ? যার সহায় না তুমি,  
 নরহত্যা ? দস্যু ? চোর ? কামুক ? ফেসেরা ?  
 জমে গায়ে ফুক দিয়ে তোমার আশ্রয়ে  
 অশ্রাব্য অকথ্য পাপ নারী—রক্ষে মেতে  
 নরকের ছবিখানি তলে দিয়ে খুলে ।

কিস্ত কিবা সত্য ? কি সম্ভব ? নিকক্ষেণে  
 হেমাঙ্গ বা কেন ? প্রণয়ের চিহ্ন স্থির  
 এই অলঙ্কার লভিল বা কি উপায়ে,  
 বিদেশী যে জন,—নব অনুরাগে সে কি  
 ভুলিয়ে আমারে—ভয়, কলঙ্ক ভুলিল ?  
 রমণী রমণ-প্রাণা পিশাচী হইল ?  
 সম্ভব সকল যাহা পড়িলু লিখনে  
 বাল্যকালে ভালবাসা যৌবনে সম্প্রীতি—  
 যাই ধরে শত্রু বন্ধে তথা, হবে যথা  
 সমস্ত রোগের প্রতিকার, সমুচিত ।  
 এইত বিষ, বিষয়, রহিল দুপাশে ।  
 ( বন্ধের একপার্শ্বে পত্র, একপার্শ্বে ছুরিকা । )

[ প্রস্থান ।

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।



স্থান—রাজ-নিকেতন ।

( অভয়ার প্রবেশ । )

অভয়া । ভাগ্যদেবী-হস্তে চক্র আবার ঘুরিল  
 শোক অশ্রু ফিরে হল আনন্দ সলিল,  
 হৃদয় গগন—যেন শরদে প্রকৃতি—  
 শোভে নব আশা চাঁদ বঁকিম আকৃতি ।



সম্মুখে সে দিন দেখি আসে ধীরে ধীরে  
শোভিত রাজমুকুট কুমারের শিরে ।

(রাজবালা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

রাজ । মৃত্যু কি আমার পক্ষে আর ভয়ঙ্কর ? যে মৃত্যু  
কোলে মাতা পিতা মহানিদ্রাতে অভিভূত—যে কোলে  
প্রিয়তম প্রাণেশ্বর বিগত—সে কোল আমার পক্ষে কি রমণীয় !  
সেই কোলে না গেলে এ যাতনা তুলিবার আর উপায় কি ?  
মাতঃ সে উপায় আমার কপালে হতে পারে না । হায় ঐ  
যে তোমায় দেখছি কোলে লও—

অভয়া । একবারে উন্মত্তা, পাগলিনী—

স্বর্ণ । বিবাদ বসনাচ্ছন্ন রাজবালা তব,  
লুপ্ত হর্ষবিভা, অবিরল ঝরে ধারা  
বরিষার মেঘ যেন শ্রাবণ-আকাশে—  
চিন্তা, স্মৃতি মিলে যেন তড়িত সংগ্রামে  
কভু বা উজ্জ্বল, কভু পাতে বজ্র ঘোর  
সুন্দর ললাটে তার ; মুক্ত কেশরাশি  
ঢাকে সে শশির ছবি ঘোর অন্ধকারে ;  
হতাশ বহিছে শ্বাস তুলার পবন,  
বিচ্ছিন্ন আশার ফুল, সুখের স্রোত,  
ধূলি স্বেদে, শ্বেতবক্ষ, মলায় মলিন,  
সমল সলিলে ধৌত যোড়া পদ্ম সম ।  
সুন্দর কমল যেন প্রফুল্লতা ত্যজি  
বিরহ সরসে ভাসে, শুকিয়ে কি তাপে ;

এয়োতির চিহ্নহীন, খেত সিঁতি রেখা  
সমল সলিলা গঙ্গা নীল শৈল শিরে।

অভয়া। হায়! কি সর্বনাশ! এই সকল দেখতে নয়ন  
এখনও জাগৃত আছে—তঁার সঙ্গে সঙ্গে যে, আমাদেরও  
মৃত্যু হলে ভাল ছিল।  
রাজ। সঙ্গে মৃত্যু! সহমরণ! হায় কি বাঞ্ছনীয় ঘটনা?  
এক মৃত্যু শয্যায় শয়ন—অঙ্গে অঙ্গ পর্শন, নয়নে নয়ন মিলন  
কি, আর হবে! (পতন)

(পরিচারিকা ও একজন দাসীর প্রবেশ।)

পরি। দেবি!—স্বপ্নের অগোচর ঘটনা! সত্য মিথ্যা,  
মিথ্যা সত্য, রণবীর সুরনাথের তরী মগ্ন—কিন্তু রণবীর  
স্বয়ং দেব প্রসাদে রক্ষিত হয়ে, রাজ-ভবনে এইমাত্র একক  
আগত—

দাসী। কুমারকে ত তার সঙ্গে দেখলাম না-বলে পশ্চিমধ্যে  
বড় ভয়, দম্ম্যতে কত নরহত্যা করেছে—একটি মস্তক-বিহীন,  
দেহ পর্য্যন্ত রণবীরের অনুচরগণ দেখে এসেচে; কুমার বাহা-  
দুরের অব্বেষণের কি হবে?—হায়! কি হবে! কুমার!  
কুমার! কুমার!

[প্রস্থান।

## পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

স্থান—উপরোক্ত রাজ নিকেতন ।

(সুরনাথ, হেমাঙ্গ, কাশীশ্বর, দর্পনাথ, রাজবালা লক্ষ্মী-  
ঠাকুরাণী প্রভৃতির প্রবেশ ।)

রাজ । (সুরনাথে দৃষ্টি) একি স্বপ্ন ? কম্পনার ছলনা ?  
সে উপাদেয় মূর্তির স্মরণে জ্বলনের নিবৃত্তি না হয়ে বৃদ্ধি ?  
অসহ্য—(পতন)

স্বর্ণ । সব ত নিঃশেষ আঁখি পলক-বিহীন,  
ভুলেছে চালনা শিরা, পাণ্ডু অঙ্গ সব,  
দাকণ শোকের চাপে বেধেছে নিঃশ্বাস,  
কেবল কম্পিত হৃদে সূক্ষ্ম তন্ত্রী ধীরে  
বাদ্য সাদ্র মাত্র যেন শিথিল ত্রিতারে ।  
সঞ্জীবনী-মন্ত্র উচ্চারণ করি—রণবীর, সুরনাথ আগত !  
কিঞ্চিৎকাল গতে  
রাজ । (নয়ন মিলিয়া)

কে হরিল নিদ্রা মোর ? চিস্তার অক্লুশ  
মারিল মাতঙ্গ মনে কে হেন সময়ে,  
কিহা ঘোর নিশা হল ভোর সুপ্রভাতে ?  
কি দেখি সম্মুখে ? স্বপ্ন চিত্তকর, একি  
সাজায়েছে ছবি ? কিহা ছলে এল আশা ?

নিদ্রিত ছিলাম কোথা আমি—দেখি ঘরে  
ভালকরে—সেই ঘর, সেই আমি নই—  
এ যে, কে, দাঁড়িয়ে ? যদি না প্রলাপে দেখি  
সেই রত্নে, যার জন্য বিকল সকল,  
যদি না বঞ্চনা করে আঁখি, তবে দেখি  
তারে—

সুরনাথ । খেত-পুষ্পমুখি ! কাল বিবোধরি !  
চাক-কথা-চারে যার হইয়ে বঞ্চিত  
জটিল কণ্টকে ক্ষত সরল অন্তর ।  
এখন দেখাব সবে প্রকাশ্য সভায়  
নারী-চিত নামাস্তরে শাখিনী নারকী । (পত্রক্ষেপণ)

দর্প । এ আলেখ্য পাঠের যোগ্য ?  
সুর । সত্য কি আচ্ছন্ন থাকে কভু এ সংসারে ?  
কি হবে ঢাকিলে ঘায়ে রেশমি-চাদরে ?

দর্প । (পত্র গ্রহণ)

(সুকুমারের প্রবেশ ।)

সুকুমার । হায় ! কি কহিব বার্তা, এমন সময়ে  
নির্মল সুখের ভাগ হল কলুষিত,  
অকালে মাতার মৃত্যু, বজ্রাঘাত প্রায় ।

দর্প । একি দশা হল শেষে ! উন্মাদী জামাতা,  
গৃহশূন্য মম, হায় ঘুরিল ভাগ্যের  
চক্র পুনঃ—হল সুখ দুঃখের কি দূত ?

সুর । ক্ষিপ্ত চিত ? ছিলত আমার পক্ষে ভাল

ভুলি সে জ্বলন যাহা বর্ষে এ লিখন  
অজ্ঞানেতে মুখ লাভ করিতাম কত ।

দর্প । স্থির হও, কোথায় পীড়ার মূল দেখি,

( পত্রপাঠ । ) যৌবন কি দুঃসময় ! নারীর মন কি  
অস্থির, প্রিয়রাজবালা অম্পদিন মধ্যে যে, এমন কুপথ  
বর্ত্তিনী হবে কে স্বপ্নে জান্ত ? আমি স্বচক্ষে না দেখলে  
তা বিশ্বাস কর্তাম ? গত কল্য ঘোর নিশাষণে দেখলাম,  
সেই লম্পট হেমান্ন, যাহাকে বোধ হয়, তুমি বন্ধু বলেই  
জান, রাজের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতেছিল,  
আমি ডাকিলাম, কোন উত্তর পেলাম না, পরে তথ্যের আশ-  
ঙ্কায় কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, কিছুই স্থির হয় না ।  
তোমার রাজের সঙ্গ ত্যাগ কি উচিত ?

লক্ষ্মী । আমিত একখানি পত্র লয়ে যাই—কর্তৃ-ঠাকু-  
রাণি দেন ।—

সুর । প্রতিজ্ঞা আরুঢ় তবে দেখি যে প্রকৃতি  
লুকাইতে আঁখি হতে সত্য তৃপ্তি কর ।

রাজ । নহী-মা ! বিদীর্ণ হও লজ্জা ঢাক মোর,  
তব গর্ভে যথা, জ্বলে গন্ধকে অন্ধারে  
অহরহ, ফেল তথা মোরে গো সত্তরে ।  
কৈ ? বিদীর্ণ হলে না ? তবে তুমি এস,

( সুরনাথের প্রতি )

আন বহি, তীর, তরবাণ বা ছুরিকা,  
পুড়াও কিম্বা কর খান খান এ হৃদয়

যদি তব প্রীতি নাই তাহে, কি ভয় তাহায়  
দহিতে, বিক্লিতে, কিম্বা কাটিতে ছুরিতে ?

সুকু । ঐ ত পত্র হল বিষ, জীবন-নাশক,  
মরণ সময়ে মাতা মায়া-জলে ভাসি,  
ক্ষীণস্বরে कहিলেন মরম নিগূঢ় ।  
সমস্ত বিষয়ে ধনী করিতে আমায়  
নানা বুদ্ধি নানা ছাঁদ খেলিলেন তিনি—  
প্রথমে, করিতে বন্ধা, দিলেন ঔষধ  
প্রিয়তম রাজে ; ভাগ্যদেবী সুকৌশলে,  
করিলেন সে বুদ্ধি বিফল—শুকপাখী  
মরিল সেবনে জড়ি, অইফেন ভ্রমে ।

রাজ । চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী তার থাকিবেন চির  
বিশ্বের নিঃশেষ দিন—প্রলয় অবধি ।

পরিচারিকা । আর এ অধীনা দাসী, ভাগ্যক্রমে, যার  
ভ্রমে, পাড়িল সে বিষ, প্রিয় শুক মুখে ।

দর্প । হেন উজ্জ্বল নারী ছিল আমার গৃহিনী ?  
ভ্রম-জালে ঘেরেছিল মিষ্টকথা-চারে ।

সুকু । নিঃশেষ এখনো নহে মাতার বচন,  
এই মিথ্যা পত্র লিখে কলঙ্ক রটিয়ে,  
বিচ্ছেদ-প্রাচীর চির তুলিতে উদ্দেশ,  
করিলেন মাতা—মম স্বার্থ হেতু সব ।  
পথ মধ্যে দম্ভ্য হস্তে কাহারো হরণ  
আমার মরণ ভ্রমে শুনে দাসীমুখে  
সেবন করিয়া বিষ, শেষ হল তাঁর—

নিরাশ লজ্জার ভার হইল মোচন !  
 গরল সেবনাস্তুরে, মোর মুখ দেখে  
 সম্ভাপে, সরোষে হল, বিদীর্ণ হৃদয়,  
 উল্লিখিত কথা হায় কহিতে কহিতে !

দর্প । কি আক্ষেপ তাহে মম ! মৃত্যু হক বিবে  
 সদা তার, যেবা দিতে চাহে বিষ, পরে ।

হেমাদ্র । ( পত্রহস্তে । )

যদি এই শ্মশ্রু হত মম অঙ্গভাগ,  
 যদি ছদ্মবর্ণ হত, সত্য মম ত্বক্  
 যদি এ অঙ্কিত ঔঁখি দিতেন প্রকৃতি  
 বসায়ৈ মস্তকে, মৃত্যু সহিত ত্যজিতে,—  
 যদি এ কপট স্বর হত স্বাভাবিক,  
 তবু এক একটা খি, তুলিয়ে এখনি  
 ছিন্নিত করিয়ে খোসা, উপাড়িয়ে ঔঁখি,  
 চীৎকারে ভাঙিয়ে স্বর, করিতাম আমি  
 প্রকাশ সতীত্ব সত্য—কলঙ্ক মোচন ।  
 দেখ তবে সবে, আমি হেমাদ্র সে মুঢ়,  
 যার নাম স্পর্শে, সতী মূর্ত্তিমতী রাজ  
 কলঙ্কিত এবে—আর ছদ্মবেশ মম  
 রাখা কি উচিত ?

কাশী ।

স্বর পরিবর্তে পুনঃ

শুনি বুঝি কাণে, হারা হেমাদ্রের কথা ;

( হেমাদ্রের বেশ নিক্ষেপ । )

সেই ত, দেখি যে মম প্রাণের সম্ভান

এস, এবে হৃদে লই বহুদিনান্তরে ।  
 হেমাঙ্গ । স্থির হও পিতঃ, গুরুতর কার্য্য আগে  
 সাধি আমি—সতীর কলঙ্ক-মলা কাল,  
 লই তুলে রসনামার্জ্জুনী পরশনে—  
 হায় অন্ধ ! হায় অন্ধ ! সত্য সাক্ষ্য স্থির  
 ধরা-ছুঁয়া-ছাড়া-অন্ধ কালের বন্ধন ;  
 তাদের প্রমাণ হেলাইতে পারে কেবা ?  
 দেখ ওহে সুরনাথ ! অভ্যস্ত্রী চিত,  
 যে দিনে লিখিত এই মিথ্যা-পূর্ণ লিপি,  
 তার পূর্ব্বরাত্রে আমি রাজের পালকে,  
 কিম্বা তব সঙ্গে কোথা, ঝড়িতে পীড়িত,  
 তৃণ-শয্যা পেতে ছিনু ভগ্ন চালি মাঝে—  
 সত্য প্রকাশিতে বুঝি মারিল না ঝড়ি,  
 সতী অন্ধ হতে মিথ্যা কলঙ্ক মুছিতে ।

সুর । স্থির হও, তৃপ্ত নহে হৃদয় এখন  
 দেখাও কণ্ঠির ভাগ, আর ঢাক কেন ?

হেমাঙ্গ । লও——

সুর । কহ কার কণ্ঠি এই——

রাজ । ছিল মোর ।

সুর । নব অনুরাগে ভুলে দিয়েছিলে কারে ?

রাজ । দানের সামগ্রী নহে ; ফিরে দিতে পারি  
 কণ্ঠি কেবল তাহারে, যে জন লয়েছে  
 মন ওইটি পরিয়ে, উদ্ধাহ সময়ে ।  
 গুপ্ত বেশে, তব আশে করে যাত্রা একা



- পশ্চিমধ্যে পড়ে দম্ম্যহাতে, কণ্ঠিহারা,  
 ভাগ্য প্রকাশক আর সত্য প্রীতিকর।
- পরি। সত্য প্রতি বর্ণ-চিরসঙ্গী জানি আমি।
- সুর। উপকথা, মিথ্যা-রচা রমণীর পুঁজি।
- রাজ। কোথা সত্য? নিদ্রিত কি ছুঁভাগ্যে আমার?  
 মোর বিষ অংশে, কেন বিহঙ্গী মরিল?  
 কেন দম্ম্য-যক্ষি মোর প্রাণ না হরিল?  
 ডুবিতে নদীর দহে কে মোরে রক্ষিল?  
 কপট মিত্রতা বিধি সরলার সাথে?  
 দম্ম্য-হস্ত, দহজল, বিষ মৃত্যু-অস্ত্রে  
 বাঁচাইলে মোরে, শেষে বঞ্চনা করিতে?  
 নরকের কালা মাটি কলঙ্ক অঙ্কিতে?  
 যার রঙ্গ বাকণী ও না পারে তুলিতে—  
 কালে লুপ্ত নহে, ফুটে ধুইতে ধুইতে।

(গদাভূত্যের প্রবেশ।)

গদা। নবাব সাহেবের একজন কর্মচারী ডাকাত  
 ধরে এনেছে, সে বড় ব্যস্ত, ডাকাতে কাছে আমাদের কি  
 অলঙ্কার পাওয়া গেছে—ঐ রকম ফুল (কণ্ঠের দিকে দৃষ্টি)।

দর্প। শীঘ্র লয়ে আয়।

(অস্তঃপুরেরদিকে যবনিকা পতন।)

গদা। আম্বন গো মহাশয়।

(একজন কর্মচারী প্রথম দম্ম্যলইয়া প্রবেশ।)

দর্প। আপনি কে?

কর্মচারী। আমি দস্যু নিবারণের একজন কর্মচারী, আমারই নাম মহম্মদ কুড়ালি সাহেব, জনাব মুরস কুলীখাঁ বাহাদুরের সময় হতে একর্ম করছি। এই ডাকাতির ঘাড়ে কুড়াল এতদিন বসিয়ে দিতাম, কিন্তু ওর সন্ধানে অপর দস্যুও ধৃত হওয়া সম্ভব,—ওর কথার সত্য নিরাকরণ জন্য আমার আগমন—এই একটা কণ্ঠর অংশ দেখুন—চতুর্দশ স্বর্ণপুষ্প নির্মিত।

১ম দস্যু। আর ওর সঙ্গে গাঁথা, একটা-ছবি আর দুটি ফুল, বলেছি, এক দেড়ে ত্রাঙ্কণকে বিক্রী করে দিয়েছি।

হেম। আর একবার দাড়িটা পরি, দেখি কপট বেশ যদি সত্য প্রকাশের উপযোগী হয়।

( বেশ পরিগ্রহণ। )

১ম দস্যু। মশয় ? ঐ যে সে ত্রাঙ্কণ—ও এখানে এসেছে দেখেছি—আমি কি মিথ্যা কথা বলি ? ঐ—ঐ—ঐ—

হেম। তুই আমায় কি বলেছিলি ?

১ম দস্যু। আমি শপথ করেছিলাম যে, সে দুটা ফুল আর পর-চক্ষু আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

কর্ম। মহাশয়ের সম্পত্তি স্থির ?

মুর। ষোল স্বর্ণপুষ্প গাথা মধ্যে মূর্তি মোর ;

( যোগ করিয়া )

এই ত সে কণ্ঠ, বাহা দিই প্রিয়তমে—

হায় সত্য ! যুমাও কি সময়ে জাগিতে ?

হেম। সোণার সতীর অঙ্গে রসায়ণ দিতে।

[ দস্যু ও কর্মচারীর প্রস্থান। ]

( যবনিকা উত্তোলন । )

স্বর । ছিন্ন করি লিপি, ওহে বায়ু লয়ে যাও ( ছিন্ন করিয়া )

যথায় নরকে পড়ে লেখক ইহার ।

লও পুনঃ কণ্ঠে কণ্ঠি, অন্তরে আয়ায়

ক্ষম ! ক্ষমায়ি, সুনির্মলা, রাজবালা ।

( ছুরি হাতে )

না হলে ছুরিকা নিজ মারি বক্ষঃ নিজে ।

দর্প । স্থির হও, হে সম্ভান, অপরাধ মম,—

( ছুরি ধরিয়া )

অহির গরল-মস্ত্র, অস্ত্রে স্থান দিয়ে,

এই ত অনিষ্ট হয় ! রাজ-নিকেতনে ।

কাশী ! মম পূর্ব কথা, ভ্রাতা, আন হে স্মরণে ।

এস হে সকলে মিলে করি উপাসনা ;

মুখে বল শাস্তি শাস্তি ।

দর্প । হৃদয়ে মার্জনা ।

গত কথা ভুলে বান্ধ শান্তিলতা শিরে,

ডুবাও বিদ্বেষ, ক্রোধ, বিস্মৃতি-সলিলে ।

শ্যাম । আমিও শম্বুক খুলে, নশ্র মুষ্টি লয়ে

হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে তুলি দেবতা সকলে,

কলি পেয়ে যারা কুড়ে, সব কাজ ভুলে ॥

[ প্রস্থান ।

( যবনিকা পতন । )

সমাপ্ত ।











